বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২৩

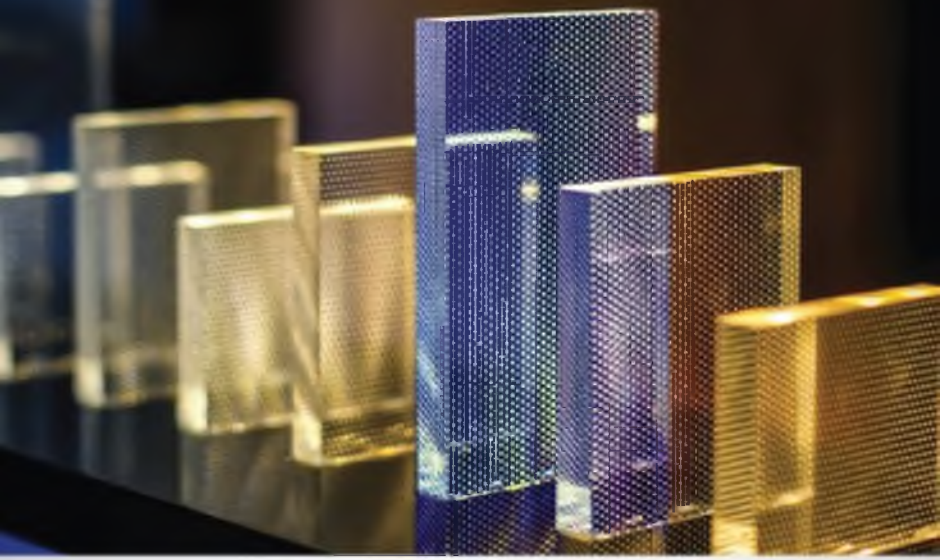

BIOM
Endeavour Education Excellence

বার্ষিক প্রতিবেদন

(জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩)

BIOM

Endeavour Education Excelence

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
বক্তব্য	০৩
অধ্যায়- ০১ঃ পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন	০৯
অধ্যায়- ০২ঃ ইন্সটিটিউট এর পরিচিতি	২৮
অধ্যায়- ০৩ঃ তথ্যচিত্রে ২০২২-২৩	৩৫
অধ্যায়- ০৪ঃ নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন	৭৫

বক্তব্য

চেয়ারম্যান

অর্থনৈতিক খাতে শৃঙ্খলা, পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য অংশীজনদের যুগোপযোগী জ্ঞান এবং সক্ষমতা অর্জনের বিকল্প নেই। বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিনিয়োগ দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিআইসিএম পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী, পেশাজীবী, এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিস্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম ও নিয়মিত রির্সার্চ সেমিনারের আয়োজন করছে। ইন্সটিটিউট-এর চলমান কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ২-বছর মেয়াদি বিশেষায়িত স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফাইন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম) প্রোগ্রাম, প্রান্তিক বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম, স্বল্প মেয়াদের সার্টিফিকেট কোর্স, এবং বিদ্যমান ও সম্ভাব্য পুজিঁবাজারের পেশাজীবীদের জন্য নয় মাস মেয়াদী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম উল্লেখযোগ্য। সরকারের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় কয়েকটি গবেষণা কর্ম চালু রয়েছে। ইন্সটিটিউটের কর্মপরিধি ও কলেবর বৃদ্ধির জন্য সরকারের নিকট জমি চাওয়া হয়েছে।

বিআইসিএম এর নিজস্ব জার্নাল, দি জার্নাল অব ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (জেএফএমজি)-এর ভলিউম ২ ইস্যু ১ প্রকাশিত হয়েছে। ইন্সটিটিউটের অনুষদ সদস্যরা পুঁজিবাজার উন্নয়নে বিভিন্ন সমকালীন বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন এবং বিআইসিএম এর জার্ণাল ছাড়াও দেশে বিদেশে বিভিন্ন জার্নালে গবেষণা কর্ম প্রকাশ করে থাকেন।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) পুঁজিবাজার সম্পর্কিত আইনসমূহের সংস্কার এবং নবউদ্ভাবিত আর্থিক ইন্সট্রুমেন্টসমূহ প্রচলনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের পুঁজিবাজার ইতোমধ্যে দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। ইন্সটিটিউটের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যগণের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সুবিবেচনাপ্রসূত নির্দেশনা ও সুপারিশ ইন্সটিটিউটের উদ্দেশ্যসমূহ অধিকতর ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের পথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

আমার বিশ্বাস, আগামীর দিনগুলোতেও বিনিয়োগ বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণামূলক কাজে কার্যকরী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ইন্সটিটিউট তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে, পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্যদের তাঁদের অবদান এবং ভূমিকার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। একই সাথে সরকার, প্রশাসন, ও পুজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রতি তাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

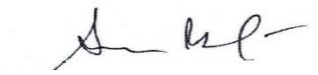

অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

নির্বাহী প্রেসিডেন্ট

শত শত বছর পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বাঙালীর মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে লাখো শহীদের আত্মত্যাগ ও অগণিত কন্যা-জায়া-জননীর অবর্ণনীয় ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত মহান স্বাধীনতাকে যথার্থ সম্মান দিতে আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে নেয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। আর উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে পুঁজিবাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে এবং আগামীতে আরো ব্যাপক পরিসরে করবে। বাংলাদেশে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির এবং প্রায়োগিক গবেষণার প্রসারকল্পে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) কাজ করে যাচ্ছে। সরকার, পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এবং আর্থিকবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনায় এবং ভৌত-অবকাঠামো ও সুদক্ষ জনবল বিবেচনায় ইনস্টিটিউট তার গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করছে।

ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রাম, সার্টিফিকেট কোর্সেস অন ক্যাপিটাল মার্কেট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট, মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফাইন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট, ফিন্যান্সিয়াল মডেলিং অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন এক্সপার্ট এবং বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ পরিচালনার মাধ্যমে ইনস্টিটিউট বিনিয়োগকারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের সার্বিক পারদর্শিতা অর্জনে আশানুরূপ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও, বিভিন্ন কর্মশালা, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রকাশনার মাধ্যমে ইনস্টিটিউট ক্রমেই নিজের কর্মমন্ডলকে উন্নীত করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০৪১ এর মাধ্যমে যে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও শান্তিময় বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছেন তা বাস্তবায়নে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চাহিদা অনুযায়ী ও ২০৩০ এর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রযুক্তি নির্ভর মানবসম্পদ উন্নয়নে বিআইসিএম সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগের অংশ হিসেবে সেবার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং সরকার নির্দেশিত প্রোগ্রামের সাথে সমন্বিত উদ্ভাবন উদ্যোগে সক্রিয় অংশগ্রহণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিপালন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

বাস্তবায়ন এবং নাগরিক সেবাদানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও ইনস্টিটিউট প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াগত ও কাঠামোগত মানবৃদ্ধির লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

সরকার, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এবং সংশ্লিষ্ট সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতায় ইনস্টিটিউটের অগ্রগতির ধারা চলমান থাকবে।

ইনস্টিটিউট কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে পালনে সহায়তার জন্য পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সরকার, প্রশাসন এবং সহকর্মীগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

Mahmuda Akter

অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার
নির্বাহী প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

অধ্যায়ঃ এক

পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন

পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) এর পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ থেকে আমি ইন্সটিটিউটের ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বছরের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

ভুমিকাঃ

২০০৮ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জণগণের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে সরকার গঠন করা হয়েছিল, ১৫ বছর পর তার বাস্তব চিত্র বাংলাদেশের মানুষ দেখতে পাচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে, সমগ্র পৃথিবীকে তাক করিয়ে দিয়ে পদ্মা নদীর ওপর সেতু, এরপর একে একে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রো রেল, কর্ণফুলি নদীর নিচ দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল, এক দিনে শতাধিক সেতুর উদ্বোধন, বিমানের বহরে অত্যাধুনিক বিমান যোগ, এগুলো সবই আমাদের দেশের জনসাধারণের জীবনমানে এনেছে এক নতুন অধ্যায়, সগৌরবে মাথা উঁচু করে বিশ্ব দরবারে নিজেদেরকে নতুনভাবে তুলে ধরার।

এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী ও অধিক কার্যকর করার কোন বিকল্প নেই; আর এই পুঁজিবাজারের প্রাণ- বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ শিক্ষায় আলোকিত করতে, এবং বাজার মধ্যস্ততাকারী প্রতিষ্ঠান এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের জনবলকে প্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ জনসম্পদে পরিণত করারও কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যেই নিরলসভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে বিআইসিএম।

ইন্সটিটিউট চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির লক্ষ্যে ডেটা সাইন্স, ব্লকচেইন টেকনোলোজি এবং ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস ইন ক্যাপিটাল মার্কেট এর ওপর কোর্সের আয়োজন করেছে। বিনিয়োগকারীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে নিয়মিত বেসিক সার্টিফিকেট কোর্স ছাড়াও, এ বছরই প্রথম ফান্ডামেন্টাল এনালাসিস এর ওপর এডভান্সড কোর্স চালু করা হয় এবং এতে ভাল সাড়া পাওয়া যায়। নিয়মিতভাবে বিনিয়োগকারীদের প্রশিক্ষিত করতে চালু রয়েছে 'পুজিবাজারে বিনিয়োগ' শীর্ষক বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম, যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অনেকগুলো বিশেষায়িত বিষয় যেমন স্টক ভ্যাল্যুয়েশন, ইনভেস্টমেন্ট ইন শরীয়াহ কমপ্লায়েন্ট ক্যাপিটাল মার্কেট ইন্সট্রুমেন্টস, টাইম সিরিজ এনালাইসিস ফর

ক্যাপিটাল মার্কেট, স্ট্যাটিসটিক্স ফর ক্যাপিটাল মার্কেট, মিউচুয়াল ফান্ডস, কমোডিটিজ মার্কেট প্রভৃতি। গবেষণা কার্যক্রমকে বেগবান করতে মাসিক রিসার্চ সেমিনার সিরিজ নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বিআইসিএম এর পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যদের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রদত্ত নির্দেশনায়, ইন্সটিটিউট তার ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের পুঁজিবাজার-কে একটি গতিশীল, স্বচ্ছ, ও জবাবদিহিতামূলক বাজারে পরিণত করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ও গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য পূর্বের যে কোন সময়ের চাইতে অধিক কর্মস্পৃহা নিয়ে প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে।

পরিচালন কার্যক্রমঃ

আলোচ্য অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ইন্সটিটিউট তার নিজের প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে এবং আবশ্যিক কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনেকক্ষেত্রে সফল হয়েছে। ইনস্টিটিউটের সদস্যবৃন্দের অবগতির জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিচালিত কার্যক্রম, সামগ্রিক আয়-ব্যয় ও অন্যান্য বিষয়াদি উপস্থাপন করা হলোঃ

ক. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

বিআইসিএম এর চলমান কার্যক্রম এর মধ্যে নয় মাস মেয়াদী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম) প্রোগ্রাম এর পাশাপাশি ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রাম, এবং স্বল্প-মধ্য মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করছে। ইনস্টিটিউট ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫০টি ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১,৮১৯ জনকে এবং ২৩টি সার্টিফিকেট কোর্সের মাধ্যমে ১১৩৭ জনকে প্রশিক্ষিত করেছে। উল্লিখিত সময়ে পিজিডিসিএম প্রোগ্রামের অধীনে সান্ধ্যকালীন ২১তম, ২২তম, এবং ২৩তম ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান ছিল।

মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম) প্রোগ্রামের চারটি ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রোগ্রামটির মোট ফি শিক্ষার্থীদের কাছে আরো সহনশীল করার জন্য এর টিউশন ফি'তে উল্লেখযোগ্য ছাড় প্রদান করা হয়েছে এবং আগামীতে শিক্ষাবৃত্তি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, এই প্রোগ্রামের বিভিন্ন লেভেল সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা যোগানোর জন্য লেভেল কমপ্লিশন সার্টিফিকেট প্রদান করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(১) মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম)

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সমস্ত পৃথিবীব্যাপী সৃষ্টি করেছে নব দিগন্ত যেখানে বাংলাদেশও অবদান রাখছে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, ডেটা সাইন্স, ব্লকচেইন, এর যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। তথ্য প্রযুক্তির এই উৎকর্ষতা ছুঁয়ে দিচ্ছে জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্র। পরিবর্তিত চাহিদার প্রেক্ষিতে খুব দ্রুত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ধরণ বদলে যাচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে প্রচলিত কর্মপদ্ধতির, উন্নত হচ্ছে অবকাঠামো। নব উদ্ভাবিত প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের বদৌলতে এই প্রতিশ্রুতিশীল খাতটি হয়ে উঠছে আরো আকর্ষণীয়। পুঁজিবাজার সম্প্রসারণে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বাজারে এনেছে নতুন ইনস্ট্রুমেন্টস, পরিবর্তন হচ্ছে পুরনো আইন। এরই ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি হচ্ছে পরিবর্তিত সময়ের অর্থ ও বিনিয়োগ খাতে নতুন নেতৃত্বের চাহিদা। এই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার এবং ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মানব সম্পদ তৈরি করাই এখন এই সেক্টরের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশের এই আসন্ন মোকাবেলাকে চ্যালেঞ্জ করে আর্থিক খাত, বিশেষ করে পুঁজিবাজারকে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারবে, এমন দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট চালু করেছে বিশেষায়িত স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম 'মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম)' প্রোগ্রাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এবং ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডীনের মাধ্যমে পরিচালিত এই ২-বছর মেয়াদী প্রোগ্রামটিতে রয়েছে পুঁজিবাজার এবং অর্থায়নের সব যুগোপযোগী কোর্স, ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড লার্নিং এপ্রোচ, এবং হাতে কলমে মার্কেট এনভায়রনমেন্ট কে জানার এবং শেখার ব্যবস্থা। ফাউন্ডেশন লেভেলে ৪টি এবং কোর কোর্সে ৮টি কোর্সের পাশাপাশি 'কোয়ান্টিটেটিভ ফিন্যান্স' এবং 'ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটস' শীর্ষক দুইটি ট্র্যাক থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দ মোতাবেক ৪টি ইলেকটিভ কোর্স নিতে পারবেন। একটি সমৃদ্ধশালী পুঁজিবাজার গড়তে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। আর এ জন্যই এই প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য কোন বিশেষ বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা বা কোন বিশেষ বিষয়ে লেখাপড়ার প্রয়োজন নেই। এর কারিকুলাম এমনভাবে সাজানো যাতে করে যে কোন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীধারীরা, চাহিত ফলাফল থাকলে, প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রমে উত্তীর্ণ হতে পারলে এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

কোর্সের সময়কাল মোট ২ বছর, যা ৪টি সেমিস্টারে বিভক্ত। ১৬টি কোর্সে মোট ৫১ ক্রেডিটের এই প্রোগ্রামটির ক্লাস সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় যাতে করে পেশাজীবীরা সহজেই ক্লাস করতে পারেন। দ্বিতীয় সেমিস্টার থেকে শুরু করে চতুর্থ সেমিস্টার পর্যন্ত চলে প্রজেক্ট পেপার প্রস্তুতির কাজ, যা প্রোগ্রামের শেষে গিয়ে ডিফেন্ড করতে হয়। সফল ভাবে প্রোগ্রামটি সম্পন্ন করতে পারলে (সিজিপিএ ৪.০০ এর মধ্যে ২.৫০ বা তদুর্ধ থাকলে) মিলবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ।

পেশাজীবীদের বিভিন্ন সংগঠন যেমন দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ, ইন্সটিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ, ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ, চার্টার্ড ফাইন্যান্সিয়াল এনালিস্ট (সিএফএ), এসোসিয়েশন অফ চার্টার্ড সার্টিফায়েড একাউন্ট্যান্টস (এসিসিএ), ইত্যাদি সংগঠনের সদস্যদের জন্য রয়েছে সরাসরি ভর্তির ব্যবস্থা। এছাড়া, গ্র্যাজুয়েট ম্যানেজমেন্ট এডমিশন টেস্ট (জিম্যাট) এ কমপক্ষে ৫০০ নম্বর বা গ্র্যাজুয়েট রেকর্ড এক্সামিনেশন (জিআরই) এ কমপক্ষে ৩০০ নম্বর অর্জনকারীদের জন্যও রয়েছে সরাসরি ভর্তির সুযোগ। এ ক্ষেত্রে তাদের শুধুমাত্র মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেই হবে।

বছরে মোট দু'বার ভর্তি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়, একটি জানুয়ারি সেশনের জন্য (স্প্রিং) এবং অপরটি জুলাই সেশনের জন্য (সামার)।

(২) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট প্রোগ্রাম (পিজিডিসিএম):

ইনস্টিটিউট পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুঁজিবাজারের উপর ২৪ ক্রেডিট বিশিষ্ট নয় মাস মেয়াদী প্রোগ্রাম 'পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম)' পরিচালনা করছে। সান্ধ্যাকালীন ক্লাস হওয়াতে এতে পেশাজীবীদের অংশগ্রহণ সহজতর হয়। পুঁজিবাজারের চাহিদার সাথে মিল রেখে প্রোগ্রামটির কারিকুলাম পরিবর্তন করে আরও পুঁজিবাজার বান্ধব করা হয়েছে।

পিজিডিসিএম প্রোগ্রামটি বর্তমানে ৮টি কোর্সে, ২ লেভেলে বিভক্ত। ডিপ্লোমা'টি অর্জন করতে শিক্ষার্থীদের ৮টি কোর্সে কমপক্ষে ২.৭৫ সিজিপিএ (৪.০০ স্কেলে) থাকতে হবে । সফলভাবে প্রোগ্রামটি সম্পন্ন করা সাপেক্ষে শিক্ষার্থীদের বিআইসিএম হতে ডিপ্লোমা সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রদান করা হয়ে থাকে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে এ প্রোগ্রামের অধীনে সান্ধ্যকালীন ২১তম, ২২তম, এবং ২৩তম ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান ছিল। জুন ২০২৩ পর্যন্ত এই প্রোগ্রামের ২৩টি সান্ধ্যকালীন এবং ০৩টি দিবা ব্যাচে সর্বমোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৭৭ জন।

(৩) সার্টিফায়েড ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন এক্সপার্ট (এফএমভিই):

বাংলাদেশের অর্থ বাজারের প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই প্রয়োজন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত ফাইন্যান্সিয়াল মডেলার। বিভিন্ন ধরণের ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং ও ভ্যালুয়েশন এর ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কৌশলগত ও প্রায়োগিক সিদ্ধান্ত। অথচ এ সংক্রান্ত কোন প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন বাংলাদেশ থেকে প্রদান করা হয় না। একদিকে বিপুল চাহিদা আর অপরদিকে অপ্রতুল প্রশিক্ষিত লোকবল – এই দু'য়ের ব্যবধান কমাতেই ইন্সটিটিউট একটি বিশেষায়িত প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন চালু করেছে- 'সার্টিফায়েড ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন এক্সপার্ট (এফএমভিই)।' প্রোগ্রামটি মোট ১২টি মডিউলে বিভক্ত যার মধ্যে ৬টি হচ্ছে মডেলিং এর ওপর এবং বাকি ৬টি ভ্যালুয়েশন এর ওপর। প্রতিটি লেভেল-এর কোচিং ক্লাসসমূহ শেষে একটি ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ণ করা হয় যার ভিত্তিতে তাদের লেভেল ১ সমাপনান্তে 'সার্টিফায়েড মডেলার' এবং লেভেল ২ সমাপনান্তে 'সার্টিফায়েড ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন এক্সপার্ট' সনদ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের আর্থিক বাজারে – বিশেষ করে ব্যাংক, বীমা, লিজিং, ইন্স্যুরেন্স, মার্চেন্ট ব্যাংক, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী, ব্রোকারেজ হাউজ, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানী, রিসার্চ ফার্ম, এবং কনসাল্টিং ফার্মগুলোতে প্রশিক্ষিত ফাইন্যান্সিয়াল মডেলার-এর চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে এই সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামটি।

বছরে দু'বার (জানুয়ারি এবং জুলাই) ব্যাচ শুরু হয় এই প্রোগ্রামের। কেউ ইচ্ছে করলে ভর্তি হবার তারিখ থেকে ৩ বছরের মধ্যে দুইটি লেভেল সম্পন্ন করে এই সার্টিফিকেশন অর্জন করতে পারবেন। প্রতি পাঁচ বছর পর পর এই সার্টিফিকেশন নবায়ন করতে হবে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে এবং নতুন মডিউল অন্তর্ভুক্ত হলে, আলাদা করে কোচিং ক্লাস করতে হবে। সমপর্যায়ের বিদেশী প্রশিক্ষণের খরচের তুলনায় এই কোর্সের খরচ নিতান্তই নগণ্য, যা কিস্তিতে পরিশোধ করা যায়।

(৪) ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রামঃ

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়।

ইনস্টিটিউট এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে আগ্রহী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগকারী যারা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকে নিরাপদ করতে চান তাদেরকে এবং পুঁজিবাজার সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষিত করে থাকে।

ইনস্টিটিউট তার অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে পুঁজিবাজারের উপর মৌলিক জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে সপ্তাহের বিভিন্ন কার্যদিবসে দিনব্যাপী বিনামূল্যে 'ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রাম' পরিচালনা করছে। এছাড়াও অনলাইনেও বিভিন্ন কার্যদিবসে সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকা থেকে রাত ৯:০০ ঘটিকা পর্যন্ত এই প্রোগ্রাম-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ চালু রয়েছে। অনলাইনে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রোগ্রামে সারাদেশ থেকে আগ্রহী বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগকারীগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। অনলাইনেও প্রোগ্রামটি পরিচালনা করাতে ঢাকার বাইরে এবং দেশের বাইরে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীরা এতে সহজে অংশগ্রহণ করতে পারছেন।

এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ পুঁজিবাজার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন, যা তাদেরকে পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিষয়ে আরো জ্ঞানার্জন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগে আগ্রহী করে তোলে। এ ছাড়াও ইনস্টিটিউট বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দিনব্যাপী এই প্রোগ্রামটি পরিচালনা করছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫০টি ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১,৮১৯ জন বর্তমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এ প্রোগ্রামের গত পাঁচ বছরের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল ১- ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রাম ট্রেন্ড

বিবরণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রাম (সংখ্যা)	৫০	৪৯	৫০	৫০	৫০
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	১,৪৩৫	১,৫৫৩	১,৪৭৯	১,৬২৫	১,৮১৯

(৫) সার্টিফিকেট কোর্সঃ

ইন্সটিটিউট পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী, পেশাজীবী এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করছে। ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সের মধ্যে ফান্ডামেন্টালস অব ইকুইটি ভ্যালুয়েশন; ফান্ডামেন্টালস অব পোর্টফালিও ম্যানেজমেন্ট; ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস; এডভান্সড ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস, টেকনিক্যাল এনালাইসিস; এডভান্সড টেকনিক্যাল এনালাইসিস; রিডিং অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফিন্যান্সিয়াল স্টেইটমেন্টস; রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন মানি অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট; ভ্যাট সিস্টেমস ইন বাংলাদেশ; মিউচুয়াল ফান্ড ফ্রম এন ইনভেস্টর্স পারস্পেক্টিভ; ট্রেইডিং অব গভর্মেন্ট সিকিউরিটিজ ইন দ্য সেকেন্ডারী মার্কেট; ডেটা সাইন্স ফর ফিন্যান্স অ্যান্ড ইকনোমিক্স ইউজিং 'আর' প্রোগ্রামিং; ব্লকচেইন এপ্লিকেশন্স ইন ক্যাপিটাল মার্কেট; ভেঞ্চার ক্যাপিটাল – কনসেপ্টস, স্ট্র্যাটেজিস, অ্যান্ড গ্লোবাল প্র্যাক্টিসেস; এন্টি মানি লন্ডারিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস ইন দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট; ইথিক্স, ইন্টেগ্রিটি, অ্যান্ড গুড গভার্ন্যান্স; কমোডিটিজ এক্সচেঞ্জ; প্রিন্সিপ্যালস অব এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডস; ইফেক্টিভ কর্পোরেট গভর্ন্যান্স প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এ বছর প্রথমবারের মত এডভান্সড ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস, মিউচুয়াল ফান্ড ফ্রম এন ইনভেস্টর্স পারস্পেক্টিভ; ট্রেইডিং অব গভর্মেন্ট সিকিউরিটিজ ইন দ্য সেকেন্ডারী মার্কেট; ডেটা সাইন্স ফর ফিন্যান্স অ্যান্ড ইকনোমিক্স ইউজিং 'আর' প্রোগ্রামিং; ব্লকচেইন এপ্লিকেশন্স ইন ক্যাপিটাল মার্কেট; ভেঞ্চার ক্যাপিটাল – কনসেপ্টস, স্ট্র্যাটেজিস, অ্যান্ড গ্লোবাল প্র্যাক্টিসেস; এন্টি মানি লন্ডারিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস ইন দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট; ইথিক্স, ইন্টেগ্রিটি, অ্যান্ড গুড গভার্ন্যান্স; কমোডিটিজ এক্সচেঞ্জ; প্রিন্সিপ্যালস অব এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডস; ইফেক্টিভ কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোর্সসমূহ চালু করা হয়।

ইন্সটিটিউটের নবনিযুক্ত অনুষদ সদস্যদের গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রিসার্চ মেথডলোজি বুট ক্যাম্প পরিচালনা করা হয় যেখানে ইন্সটিটিউটের অনুষদ সদস্য ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, এবং অন্য একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হতে অনুষদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ইনস্টিটিউট ২৩টি সার্টিফিকেট কোর্সের মাধ্যমে ১,১৩৭ জন পেশাজীবী এবং বিনিয়োগকারী/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীকে প্রশিক্ষিত করেছে, যার তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ২ – সার্টিফিকেট কোর্সঃ ২০২২-২৩

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	তারিখ	প্রশিক্ষণের ব্যাপ্তি (দিন)	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস	০২ জুলাই ২০২২	০১	৮৪
২	অ্যাডভান্সড ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস	১৫ জুলাই – ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২২	০৮	৮১
৩	মিউচুয়াল ফান্ড: এন ইনভেস্টরস পারস্পেক্টিভ	২৭ আগস্ট ২০২২	০১	৩০
৪	ফান্ডামেন্টালস অব ইক্যুইটি ভ্যালুয়েশন	০২ সেপ্টেম্বর ২০২২	০১	৬৫
৫	ফান্ডামেন্টালস অব পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট	০৩ সেপ্টেম্বর ২০২২	০১	১১১
৬	ডেটা সাইন্স ফর ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইকোনমিক্স উইথ আর প্রোগ্রামিং	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে ১০ জুন ২০২৩	২৪	১৭
৭	বেসিক টেকনিক্যাল এনালাইসিস	০১ অক্টোবর ২০২২	০১	৫৬
৮	অ্যাডভান্সড টেকনিক্যাল এ্যানালাইসিস	০২-৩০ অক্টোবর ২০২২	০৮	৫২
৯	ব্লকচেইন বেসিকস এন্ড এপ্লিকেশনস ইন ক্যাপিটাল মার্কেট	০৪ -২৬ নভেম্বর ২০২২	০৮	২৫
১০	মানি লন্ডারিং এন্ড ফিন্যানসিয়াল ক্রাইম ইন ক্যাপিটাল মার্কেট	১১ নভেম্বর – ২৬ ডিসেম্বর ২০২২	০৮	১১
১১	ট্রেডিং অব গভর্নমেন্ট ট্রেজারি সিকিউরিটিজ	০৫ নভেম্বর, ২০২২	০১	৫৬
১২	ট্রেডিং অব গভর্নমেন্ট ট্রেজারি সিকিউরিটিজ	২৬ নভেম্বর, ২০২২	০১	৪৫
১৩	রিডিং এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস	১৬-১৮ জানুয়ারি ২০২৩	০৩	৫৪

১৪	ইন্ট্রোডাকশন টু এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড	১৩-২৮ জানুয়ারি ২০২৩	০৪	৫১
১৫	ফান্ডামেন্টালস অব ইক্যুইটি ভ্যালুয়েশন	২০ জানুয়ারি ২০২৩	০১	৪৪
১৬	ফান্ডামেন্টালস অব পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট	২৭ জানুয়ারি ২০২৩	০১	৬৬
১৭	কমোডিটি এক্সচেঞ্জ: কনসেপ্টস, অপারেশনস এবং গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডস	২৩ জানুয়ারী - ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	০৬	৩৩
১৮	মিউচুয়াল ফান্ড: এন ইনভেস্টরস পারস্পেক্টিভ	১১ ফেব্রুয়ারী	০১	২১
১৯	ইফেক্টিভ কর্পোরেট গভর্ন্যান্স	০৪ – ১২ মার্চ ২০২৩	০৪	৭০
২০	ভেঞ্চার ক্যাপিটাল	৮, ৯ এবং ১৪ মে ২০২৩	০৩	৫৫
২১	ইফেক্টিভ কর্পোরেট গভর্ন্যান্স	২৮ মে, ০৩, ০৪ এবং ১০ জুন ২০২৩	০৪	২৫
২২	ফিন্যানসিয়াল স্টেইটমেন্টস্ এনালাইসিস	২৭ মে ২০২৩	০১	৫৩
২৩	ট্রেডিং অব গভর্নমেন্ট ট্রেজারি সিকিউরিটিজ	১৭ জুন ২০২৩	০১	৩২
			মোট=	**১,১৩৭**

চলতি অর্থবছরসহ গত পাঁচ বছরে ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ৩ – সার্টিফিকেট কোর্স ট্রেন্ড

বিবরণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
সার্টিফিকেট কোর্সের সংখ্যা	১৮	১৮	২১	২৩	২৩
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	৪৭৯	৪৪৬	৭৩৮	৮৮৮	১১৩৭

(৬) বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০২২ উদযাপনঃ

ইন্সটিটিউট কর্তৃক বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। এতে 'সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স' এর উপর ১টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। জনাব ইমরান মাহমুদ, প্রভাষক, বিআইসিএম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএসইসি-এর কমিশনার ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ। এছাড়াও বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটস (বিএএসএম) এর মহাপরিচালক – ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী। বিআইসিএম এর খন্ড-কালীন রিসার্চ কনসালট্যান্ট ড. সুবর্ণ বড়ুয়া আলোচক হিসেবে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

(৭) ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও গোলটেবিল বৈঠকঃ

ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম) এর শিক্ষার্থীদের কন্টিনিউয়িং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) এর আওতায় পুঁজিবাজারের সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়কে সামনে রেখে ইন্সটিটিউট ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ও গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে থাকে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ।

জানুয়ারি ২০২১ হতে বিআইসিএম-এ রিসার্চ সেমিনার সিরিজ শুরু হয়েছে। এতে ইন্সটিটিউটের এবং ইন্সটিটিউটের বহিঃস্থ গবেষকরা তাদের গবেষণা কর্মের ফলাফল উপস্থাপন করে থাকেন। বর্তমানে প্রতি মাসে একটি করে রিসার্চ সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ইন্সটিটিউট ০৯টি ওয়ার্কশপ/ সেমিনার/ গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে।

ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ৪ – ওয়ার্কশপ/ সেমিনার/ গোলটেবিল বৈঠক ২০২২-২৩

ক্রমিক	বিষয়	তারিখ
১	Do co-opted boards affect firm managerial ability in the US?	July 06, 2022
২	Social Capital and Capital Allocation Efficiency	August 11, 2022

৩	Certification of Corporate Governance Compliance, Type of Certifiers and Market-based Performance: Evidence from a Unique Regulatory Setting	August 16, 2022
৪	Effect of Margin Loan on Investment Behavior and Performance: Insights from the Capital Market of Bangladesh	September 29, 2022
৫	A Comparison of Islamic and Conventional Banks' Green Banking Initiatives and Their Benefits	October 26, 2022
৬	Non-Random Topology in Bangladeshi Stock Market	November 28, 2022
৭	Local Religiosity and Insider Trading Activity	December 14, 2022
৮	Optimal Exchange Rate Dynamics for a Small-Open Economy: A Machine Learning Approach to the Case of Bangladesh	January 24, 2023
৯	Investor Overconfidence and Stock Price Crash Risk	February 02, 2023
১০	The impact of companies' listing into capital market on national tax revenues: The case of Bangladesh	April 17, 2023
১১	U.S. Political Corruption and Management Earnings Forecast	June 07, 2023

(৮) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণঃ

ইন্সটিটিউট নিয়মিত প্রোগ্রাম আয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। পুঁজিবাজারের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তৈরি, বিনিয়োগের প্রাথমিক ধারণা প্রদান, এবং বিনিয়োগে আগ্রহী করে তোলাই এসব প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ইন্সটিটিউট ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, আহসানউল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ শিক্ষার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

(৯) ইন-হাউস প্রশিক্ষণঃ

বিআইসিএম নিজস্ব মানব সম্পদের দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়নে বরাবরের মতো এ অর্থবছরেও বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউস প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এর মধ্যে ই-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, দাপ্তরিক কাজে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব, ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-জিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পার্সোনাল লেজার (পিএল) অ্যাকাউন্ট বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, Behavioral Bias in Capital Maeket Investment এর উপর প্রশিক্ষণ, অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে ইন্সটিটিউট কর্তৃক স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদেরকে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন; সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন; তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

খ. ইনস্টিটিউটের সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণীঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরসহ বিগত পাঁচ বছরের পরিচালনা ও আর্থিক বিবরণীর সারসংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ৬ -পরিচালনা ও আর্থিক বিবরণীর সারসংক্ষেপ (টাকা হাজারে)

বিবরণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
সরকার থেকে প্রাপ্ত তহবিল	১,০৩,০০০	৯৪,০৭৯	১,০০,০০০	১০,৩৫,০০	১,০৬,৮৭৯
পরিচালন আয়	৩,৮০৪	২,১০৪	৪০,৬৯	৪৮,৭০	৭,০০২
নীট সম্পদ	৩,৫২,৯০৫	৩,১৬,৯০৪	৩,২৩,০৭২	৩,০২,৫৭১	২,৬৪,৫৫৮
মোট সম্পদ	৩,৫৫,২২৭	৪,৩৭,৪৭৫	৩,৯৪,৭৫০	৪,০৬,০৫৮	৩,৯২,০৭৭
মোট চলতি সম্পদ	২,৮৩,৯২৮	৩,০৪,২৫৭	২,৬৮,১৮৯	২,৮০,৪৫৯	২,৮১,২৫৮
মোট চলতি দায়	২,৩৩২	৭২,৬৩৭	২৪,৪০১	২৬,৬৩৮	৩৮,০৪৮

(১) ইনস্টিটিউটের ব্যয়ঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ১০ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা থেকে ইনস্টিটিউট বিভিন্ন খাতে ব্যয় করেছে। ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ হলোঃ বেতন ও ভাতাদি বাবদ ৯,০০,১৯,০৯২.০০ টাকা, অফিস ভাড়া বাবদ ১,৭৩,৬৬,২১৭.০০ টাকা, ইউটিলিটি বিল বাবদ ৩৩,৯৯,৬২৬.০০ টাকা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় ৫৬,৯২,৪৬০.০০ টাকা, সম্মানী/পারিতোষিক বাবদ ৪৬,২৯,২৮৮.০০ টাকা এবং উদ্ভাবন সংক্রান্ত ব্যয় ৯,৮২,১৯৭.০০ টাকা।

(২) ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট কোর্স এবং এমএএফসিএম থেকে আয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে ইনস্টিটিউট পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর ২৩টি সার্টিফিকেট কোর্স আয়োজন করেছে। উক্ত অর্থবছরে পিজিডিসিএম প্রোগ্রামের ০৩টি ব্যাচে এবং এমএএফসিএম প্রোগ্রামের ০২টি ব্যাচে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। সার্টিফিকেট কোর্স, পিজিডিসিএম, এবং এমএএফসিএম প্রোগ্রাম হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জিত আয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল ৭ – ডিপ্লোমা, মাস্টার্স এবং সার্টিফিকেট কোর্স থেকে আয়

ক্রমিক নং	প্রোগ্রামের নাম	প্রোগ্রাম	আয় (টাকা)
১	সার্টিফিকেট কোর্স	২৩টি	১৬,৩৭,৫০৭.০০
২	পিজিডিসিএম	৩ টি	৩৪,৪৬,৬২৪.০০
৩	এমএএফসিএম	২টি	১৯,১৯,০০০.০০

(৩) ইনস্টিটিউটের বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকঃ

বর্তমান নিরীক্ষক, হোসেন ফরহাদ এ্যান্ড কোঃ, চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্টস, হাউজ নং ১৫, রোড নং ১২, ব্লক-এফ, নিকেতন ঢাকা কে ইনস্টিটিউটের বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, যারা ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন।

গ. ইন্সটিটিউটের জনবলঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরসহ পাঁচ বছরে ইন্সটিটিউটে কর্মরত কর্মচারীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল ৭ – ইনস্টিটিউটের জনবল কাঠামো

বিবরণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
উর্ধ্বতন কর্মচারি	১	০	৩	৩	৩
অনুষদ সদস্য	১১	১২	১১	১০	১২
কর্মচারি (১০ম গ্রেড পর্যন্ত)	১৯	১৭	১৭	১৯	১৬
কর্মচারি (১১-২০তম গ্রেড)	৩৪	৩৪	৩৩	৩৪	৩৪
মোট	৬৫	৬৩	৬৫	৬৬	৬৫

ঘ. পরিচালনা পর্ষদ সভাঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিচালনা পর্ষদের ৯৪তম থেকে ৯৮তম, মোট ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্ষদের সদস্যগণ সভায় উপস্থিত থেকে নীতিগত নির্দেশনা দিয়ে ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। পরিচালনা পর্ষদ সভার তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল ৮ – ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ইন্সটিটিউটের পরিচালনা পর্ষদ সভা

ক্রমিক নং	সভা নম্বর	সভার তারিখ
১	৯৪তম	২৮ জুলাই ২০২২
২	৯৫তম	২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২
৩	৯৬তম	২২ নভেম্বর ২০২২
৪	৯৭তম	২৯ ডিসেম্বর ২০২২
৫	৯৮তম	৩০ মে ২০২৩

ঙ. ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনাঃ

অর্থবাজার সংক্রান্ত গবেষণা কর্মে, বিশেষ করে পুঁজিবাজার এবং পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও অন্যান্য নীতিনির্ধারকদের নীতিনির্ধারণে সহায়ক, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক, এবং ইন্সটিটিউটের কার্যক্রমে সহায়ক এমন গবেষণা কর্মকে স্বীকৃতি এবং উৎসাহ প্রদান করার জন্য BICM Annual Research Grant (ARG) কে নিয়মিত এবং চলমান ভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে এটিকে BICM Research Grant হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে এবং চলমান (rolling basis) ভিত্তিতে এই অনুদান প্রদানের কাজ চলমান থাকবে। পুঁজি বাজারের সাম্প্রতিক ইস্যু ও চ্যালেঞ্জ সমূহের ব্যাপারে গবেষণা লব্ধ জ্ঞান কে নীতি নির্ধারণী মহলের দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্যই BICM Annual Research Grant কে BICM Research Grant এ রূপান্তরিত করা হবে।

মিউচুয়াল ফান্ড সেক্টরে দক্ষ, প্রশিক্ষিত, ও লাইসেন্সধারী জনবল তৈরির লক্ষ্যে BICM Licensed Mutual Fund Selling Agent (MFSA) প্রোগ্রাম চালু করা হবে। Mutual Fund Rules 2001 এর অনুসারে এই প্রোগ্রামটি সাজানো হচ্ছে এবং এতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পরামর্শ মোতাবেক মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডাস্ট্রি হতে বিশেষজ্ঞ দ্বারা এর কারিকুলাম কে চূড়ান্ত করা হবে। প্রাথমিক ভাবে বিআইসিএম এর ক্যাম্পাসে এর ব্যাচ চলমান থাকলেও ক্রমান্বয়ে এর ব্যাপ্তি সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হবে। যেহেতু বাংলাদেশে মিউচুয়াল ফান্ডের বিস্তারের একটি বড় মার্কেট রয়েছে, তাই এ বিষয়ে ইন্সটিটিউট সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে এই প্রোগ্রামটিকে সফল করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকবে।

বিশ্বব্যাপী পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করে আর্থিক বিশ্লেষণ (এনালাইসিস) ও এনালিটিক্স এর ব্যবহার দ্রুত সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে, এবং পুঁজি বাজারে এর বিস্তৃতির কথা মাথায় রেখে পাইথন ব্যবহার করে Finacial Analytics for Capital Market এবং Blockchain and Crypto-currency এর ওপর সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করা হবে। Certified FinTech Professional (CFP) নামক একটি প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন চালু করা হবে, এবং FinTech সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হবে।

পুঁজিবাজারে কর্মরত ব্রোকারেজ হাউজের ট্রেডারদের জন্য বিশেষ সার্টিফিকেশন Certified Equity Trader (CET) নামক প্রোগ্রাম চালু করা হবে। এতে করে অংশগ্রহণকারী ট্রেডারদের জ্ঞান ও দক্ষতার যেমন বিকাশ ঘটবে, অপরদিকে তা বিনিয়োগকারীদের জন্য তথা পুঁজিবাজারের বিকাশের জন্য উপকারী হবে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে এবং ব্র্যাক-ইপিএল এর সহযোগীতায় এর প্রারম্ভিক একটি কাঠামো দাড় করানো হয়েছে, যা কয়েকটি কর্মশালা ও আলোচনা সভার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে।

ইন্সটিটিউটের শিক্ষকদের গবেষণা দক্ষতা ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত গবেষণা কর্মশালা এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। শিক্ষকদের পাঠদান ও সার্বিক শিক্ষাদানের বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এর আয়োজন করা হবে।

কর্পোরেট গভার্ন্যান্স এর বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ বা বোর্ডের সদস্যদের এ বিষয়ে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Coroporate Governance, Board Dynamics, and Board Excellence Masterclass শীর্ষক একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ চালু করা হবে।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে সুকুক এবং অন্যান্য ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট ইন্সট্রুমেন্টস এর প্রতি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বাড়ছে এবং এসকল প্রোডাক্ট-এর একটি বড় বাজারের সম্ভাবনা আছে। এ বাজারের সমৃদ্ধি এবং এ সংশ্লিষ্ট জনবলকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করতে, এবং বিনিয়োগকারীদের অবহিত করতে সুকুক এবং ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেট বিষয়ে একটি সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম চালু করা হতে পারে। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সাথে প্রাথমিক আলোচনা চলমান রয়েছে।

BICM Capital Market Case Development Competition 2023 (Season 1) এর চূড়ান্ত র‍্যাংকিং করা সাপেক্ষে এর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে এবং কেইস প্রদানকারীদের সম্মানী প্রদান করা হবে। এর ধারাবাহিকতায়, একটি সংকলিত পুস্তক প্রকাশ করা হবে এবং আগামী পর্ব অর্থাৎ BICM Capital Market Case Development Competition 2024 (Season 2) এর কার্যক্রম চালু করা হবে।

ই-লার্ণিং এর মাধ্যমে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর জ্ঞান লাভ আরও সহজ করার জন্য পুঁজি বাজারের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে ই-লার্নিং কোর্স তৈরি করা হবে এবং বর্তমান কোর্সটিকেও হালনাগাদ করা হবে। এ ছাড়াও ইন্সটিটিউটের অনুষদ সদস্য এবং শিক্ষা প্রশাসনের সাথে জড়িত সংশ্লিস্ট কর্মচারিদের ১-বছর মেয়াদী দীর্ঘ কালীন E-learning content development using multimedia components শীর্ষক একটি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক কারিকুলাম ও সম্ভাব্য প্রশিক্ষণের রুপরেখা তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। সরকারের গৃহীত Smart Bangladesh এর রুপরেখার আলোকে Smart Citizen রা যেন Smart Investor হয়ে ওঠে সে লক্ষ্যে Smart Faculty তৈরির প্রয়াসে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এডভান্সড কোর্স চালু করা এবং অধিকসংখ্যক ও সারাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ প্রদান করার লক্ষ্যে কোর্সসমূহ অনলাইনে পরিচালিত করা; ব্লকচেইন, পাইথন, আর-প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে ডেটা সাইন্স এবং ফিন্যান্স এ এর ব্যবহার সম্পর্কিত বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; পুঁজিবাজারে আসন্ন প্রোডাক্টস যেমন এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড, কমোডিটিজ, এবং ডেরিভেটিভসের ওপর বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ/সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম চালু করা; সরকারী ট্রেজারী সিকিউরিটজ এর ট্রেডিং চালু হবার পূর্বে এ সম্পর্কে বিনিয়োগ সচেতনতা তৈরি করার লক্ষ্যে সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন এবং এ সংক্রান্ত সার্টিফিকেশন বা সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম চালু করা; ইন্সটিটিউটের বিদ্যমান কাঠামো ব্যবহার করে দূরশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ নেয়া; ইন্সটিউটের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ‘রিসার্চ উইং’ প্রতিষ্ঠা করা এবং ইন্সটিটিউটের জার্নাল নিয়মিত প্রকাশের পাশাপাশি এর ওয়েব পোর্টালটিকে আধুনিকায়নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ইন্সটিটিউটের এবং বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে প্রাথমিকভাবে চট্রগাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা, যশোর, ময়মনসিং, বরিশাল, এবং দিনাজপুরে সীমিত আকারে বিভাগীয় আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা এবং নিয়মিত এসব অফিসে বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম ও সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা; দেশব্যাপী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনিয়োগ শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন ও বিনিয়োগ শিক্ষার বর্তমান অবস্থা জানার লক্ষ্যে গবেষণা তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে শক্তিশালীকরণের যে লক্ষ্যে বিআইসিএম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এসব কর্মকান্ডের সফল বাস্তবায়ন সেই পথ চলাকে সুগম করবে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

উপসংহারঃ

বাংলাদেশে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক, এবং কার্যকারী পুঁজিবাজার প্রতিষ্ঠার জন্য যুগোপযোগী বিনিয়োগ শিক্ষার বিকল্প নেই। বিনিয়োগকারী এবং সম্ভাব্য বিনিয়গকারীদের মাঝে বিনিয়োগ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণে অনীহা এবং তাদের ঝুঁকিপূর্ণ এই বাজারে প্রবেশ সার্বিক বাজারের উন্নয়নের পথে বড় বাধা। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাবে পুঁজিবাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে প্রায় সময়ই বিড়ম্বনার শিকার হতে হয় পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা, স্টক এক্সচেঞ্জ, এবং অন্যান্য অংশীজনদের। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল এবং তথ্যাভিজ্ঞ ও চৌকস বিনিয়োগকারী সমৃদ্ধ একটি পুজিবাজার গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) এর কার্যক্রম শুরু হয়। কালের স্রোতে ইন্সটিটিউট তার ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হচ্ছে। উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে শিখণ প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা সংযোজিত হচ্ছে। বাজার বান্ধব ও বাজার সম্পর্কিত বাস্তব আলোচনা এবং তাত্বিক জ্ঞানের মিশ্রনের মাধ্যমে অংশীজনদের শিখণ মিথস্ক্রিয়ায় নতুনত্ব আসছে।

ইন্সটিটিউটের বর্ধিত কার্যক্রমের সাথে সাথে এর অনুষদ সদস্য সংখ্যা বাড়লে এর কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে এবং ইন্সটিটিউট সহজেই তার লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে। ইন্সটিটিউটের সূচনালগ্ন থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের চলমান সহায়তা, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রাজ্ঞ দিকনির্দেশনা, এবং পরিচালকমন্ডলীর সুচিন্তিত নির্দেশনায় ইন্সটিটিউটের পথ চলা আরও মসৃণ এবং সমৃদ্ধ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের ব্যাপকতা প্রসারের সাথে সাথে ইন্সটিটিউটের কার্যপরিধির ব্যাপ্তি এবং সেবার মানও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হবে।

ইন্সটিটিউটকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী, এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে আমি ইন্সটিটিউটের সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ, সকল কর্মচারী এবং অংশীজনদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিআইসিএম-কে তার ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানোর নিরলস প্রচেষ্টার জন্য।

অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

অধ্যায়ঃ দুই

ইন্সটিটিউট এর পরিচিতি

ইন্সটিটিউটের পরিচিতি ও কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী, পুঁজিবাজারে পেশা গড়তে আগ্রহী শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান প্রসারের জন্য সরকারী অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে এ ইন্সটিটিউট। বিআইসিএম ২৪ জুলাই ২০০৮ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ০৯ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত কর্তৃক ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

লক্ষ্যঃ

বাংলাদেশে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব পূরণ।

চলমান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

- ❖ পুঁজিবাজারের উপর গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগকারী এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনামূল্যে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শীর্ষক শিক্ষা কর্মসূচি (ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রাম);
- ❖ বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন প্রায়োগিক বিষয়সমূহের উপর স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স;
- ❖ পুঁজিবাজারের বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ পেশাজীবীদের জন্য নয় মাস মেয়াদী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট প্রোগ্রাম;
- ❖ দক্ষ ফাইন্যান্সিয়াল মডেলার তৈরির লক্ষ্যে এক বছর মেয়াদী সার্টিফাইড ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন এক্সপার্ট (এফএমভিই) প্রোগ্রাম;
- ❖ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত পুঁজিবাজারের উপর বিশেষায়িত একমাত্র মাস্টার্স ডিগ্রী "মাস্টার অব অ্যাপলাইড ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম)";
- ❖ পুঁজিবাজার ও আর্থিক বাজারের সমসাময়িক বিষয়াবলীর উপর ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন;
- ❖ পুঁজিবাজার ও আর্থিক বাজার এর সম্পৃক্ত বিষয়সমূহের উপর চাহিদা সাপেক্ষে কাস্টমাইজড প্রোগ্রাম ডিজাইন ও পরিচালনা।

পরিচালনা পর্ষদঃ

বিআইসিএম এর পরিচালনা পর্ষদে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগ, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজ, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ - এর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্সটিটিউটকে একটি অনন্য সাধারণ বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করতে পরিচালনা পর্ষদ গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছে।

চেয়ারম্যান

অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

পরিচালকবৃন্দ

	ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ পরিচালক-বিআইসিএম ও কমিশনার, বাংলাদেশ সিকিউরটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
	জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী পরিচালক-বিআইসিএম ও অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
	জনাব মোঃ শাহ আলম পরিচালক-বিআইসিএম ও যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
	অধ্যাপক ড. মোহাম্মাদ আব্দুল মঈন পরিচালক-বিআইসিএম ও ডিন, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
	অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী পরিচালক-বিআইসিএম ও চেয়ারম্যান, ফিন্যান্স বিভাগ, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

	জনাব এম. আনিস উদ দৌলা পরিচালক-বিআইসিএম ও প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজ
	অধ্যাপক ড. হাফিজ মোঃ হাসান বাবু পরিচালক-বিআইসিএম ও চেয়ারম্যান, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
	জনাব আসিফ ইব্রাহীম পরিচালক-বিআইসিএম ও চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
	জনাব মো. মনিরুজ্জামান, এফসিএ পরিচালক-বিআইসিএম ও প্রেসিডেন্ট, দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ
	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান খান, এফসিএমএ পরিচালক-বিআইসিএম ও প্রেসিডেন্ট, দি ইন্সটিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউনট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ

	জনাব মোহাম্মাদ আসাদ উল্লাহ, এফসিএস পরিচালক-বিআইসিএম ও প্রেসিডেন্ট, দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ্ অব বাংলাদেশ
	জনাব মোঃ আবুল হোসেন পরিচালক-বিআইসিএম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
	জনাব মোঃ আব্দুল মোতালেব পরিচালক-বিআইসিএম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড
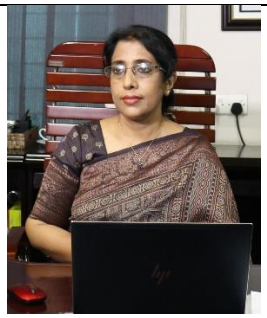	**ড. মাহমুদা আক্তার** এক্স-অফিসিও পরিচালক ও নির্বাহী প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (অধ্যাপক, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

	জনাব এ এস এম সায়েম, এফসিএস কোম্পানি সচিব বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

অধ্যায়ঃ তিন

তথ্যচিত্রে ২০২২-২৩

পরিচালনা পর্ষদ সভাঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিআইসিএম পরিচালনা পর্ষদের মোট ০৫ (পাঁচ) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্ষদের সম্মানিত সদস্যগণ সভায় উপস্থিত থেকে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে দিকনির্দেশনামূলক সিদ্ধান্ত প্রদান করে ইন্সটিটিউটের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

মাস্টার্স প্রোগ্রামঃ

আগামীর পুঁজিবাজারকে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারবে, এমন দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট পরিচালনা করছে দেশের একমাত্র বিশেষায়িত স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এবং ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডীনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় ২-বছর মেয়াদী এই প্রোগ্রামটি।

পিজিডিসিএম প্রোগ্রামঃ

পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুঁজিবাজারের উপর ২৪ ক্রেডিট বিশিষ্ট নয় মাস মেয়াদী প্রোগ্রাম 'পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম)' পরিচালনা করছে বিআইসিএম। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ প্রোগ্রামের অধীনে সান্ধ্যকালীন ২১ তম, ২২তম এবং ২৩তম ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান ছিল।

সার্টিফিকেট কোর্সঃ

পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী, পেশাজীবী এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা উন্নয়নে ইন্সটিটিউট নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করে আসছে। গত অর্থবছরে ইন্সটিটিউট ২৩টি সার্টিফিকেট কোর্সের মাধ্যমে ১,১৩৭ জনকে প্রশিক্ষিত করেছে।

ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রামঃ

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট কর্তৃক ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এ প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রামঃ

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট কর্তৃক ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এ প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়ে থাকে।

নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণঃ

পুঁজিবাজারে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে ইন্সটিটিউট নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

সংবাদ সম্মেলনঃ

ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফাইন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম)-এর কোর্স ফি'তে বিশেষ ছাড় উপলক্ষ্যে ১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। ইন্সটিটিউটের নির্বাহী প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন। এসময় বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

ইন্সটিটিউটে আয়োজিত অন্যান্য কর্মসূচিসমূহঃ

বার্ষিক সাধারণ সভাঃ

২৯ ডিসেম্বর ২০২২ ইন্সটিটিউটের ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিআইসিএম পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন। ইন্সটিটিউটের পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সম্মানিত সদস্যগণ সভায় অংশ গ্রহণ করেন।

জাতীয় শোক দিবস, ২০২২ পালনঃ

যথাযোগ্য মর্যাদায় ইন্সটিটিউট কর্তৃক জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন করা হয়। এর অংশ হিসেবে ইন্সটিটিউট কর্তৃক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় এবং দুস্থ মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস, ২০২২ পালনঃ

১৫ আগস্ট ২০২২ জাতীয় শোক দিবসে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর-এ অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ইন্সটিটিউট এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এসময় কর্মচারীদের মাঝে শোকের আবহ তৈরি হয়।

শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস ২০২২ পালনঃ

১৪ ডিসেম্বর ২০২২ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে ইন্সটিটিউটের মাল্টিপারপাস হলরুমে আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদযাপনঃ

১৬ ডিসেম্বর ২০২২ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ইন্সটিটিউট এর পক্ষ হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। ইন্সটিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব নাজমুছ সালেহীন এর নেতৃত্বে ইন্সটিটিউটের অন্যান্য কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উদযাপনঃ

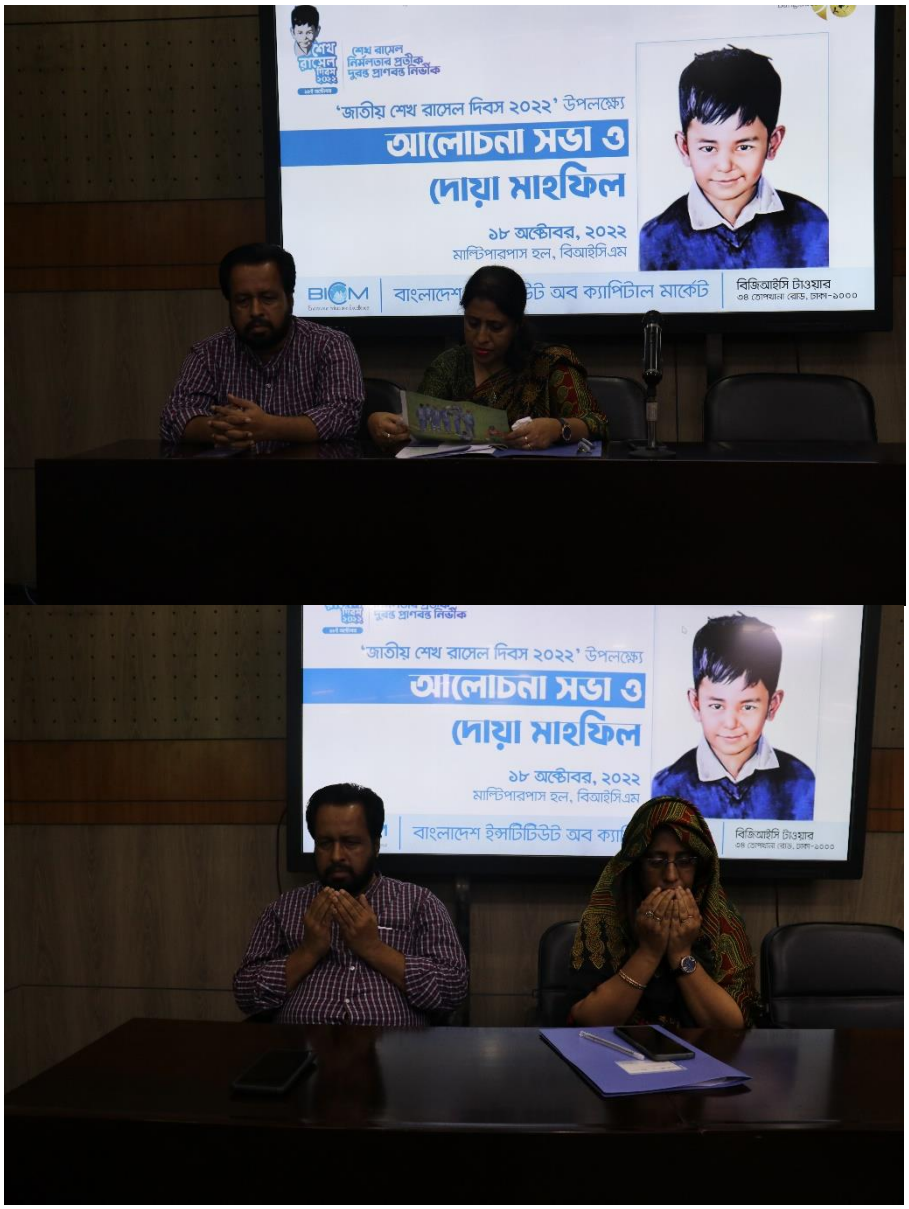

১৮ অক্টোবর ২০২২ শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে ইন্সটিটিউটে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ পালনঃ

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ইন্সটিটিউট এর পক্ষ হতে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব নাজমুছ সালেহীন এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

জাতির পিতার জন্মদিন পালনঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্ম বর্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর-এ অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর নেতৃত্বে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ইন্সটিটিউট এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২৩ উদযাপনঃ

২৬ মার্চ ২০২৩ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ইন্সটিটিউটের পক্ষ হতে অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার, নির্বাহী প্রেসিডেন্ট এর নেতৃত্বে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় জনাব নাজমুছ সালেহীন, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) সহ ইন্সটিটিউটের অন্যান্য কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে ইন্সটিটিউট কর্তৃক স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসাম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে ইন্সটিটিউট কর্তৃক স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসাম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনঃ

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনের অংশ হিসেবে বিআইসিএম এর কর্মচারিগণ ২৫ মে ২০২৩ তারিখে জাতীয় ডাটা সেন্টার, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক, মির্জাপুর, গাজীপুর পরিদর্শন করে।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে ইন্সটিটিউট কর্তৃক স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসাম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদেরকে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে ইন্সটিটিউট কর্তৃক স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসাম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে ইন্সটিটিউট কর্তৃক স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসাম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

রিসার্চ সেমিনার আয়োজনঃ

ইন্সটিটিউটের অনুষদ সদস্যদের শিক্ষা-গবেষণায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর রিসার্চ সেমিনার সিরিজ আয়োজন করা হয়।

রিসার্চ সেমিনার আয়োজনঃ

ইন্সটিটিউটের অনুষদ সদস্যদের শিক্ষা-গবেষণায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর রিসার্চ সেমিনার সিরিজ আয়োজন করা হয়।

নির্বাহী প্রেসিডেন্ট এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎঃ

পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের মাঝে ইন্সটিটিউটের পরিচিতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউজের প্রতিনিধিদের সাথে নির্বাহী প্রেসিডেন্ট ড. মাহমুদা আক্তার সৌজন্য সাক্ষাৎ করেনঃ

বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন (বিএমবিএ) ও ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্টস' ফোরাম (সিএমজেএফ)

অ্যাসোসিয়েশন অব চার্টার্ড সার্টিফাইড অ্যাকাউন্ট্যান্টস (এসিসিএ)

সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে নির্বাহী প্রেসিডেন্ট এর সৌজন্য সাক্ষাৎঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব অমল কৃষ্ণ মন্ডল এর সাথে ইন্সটিটিউটের নির্বাহী প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ডঃ নাহিদ হোসেন ও তৎকালীন উপসচিব মোঃ গোলাম মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন।

বিনিয়োগ শিক্ষা মেলায় অংশগ্রহণঃ

দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) গত ৩০ জুলাই ২০২৩ তারিখে ময়মনসিংহে বিনিয়োগ শিক্ষা কনফারেন্স ও মেলার আয়োজন করে। ইন্সটিটিউটের পক্ষ হতে উক্ত বিনিয়োগ শিক্ষা কনফারেন্স ও মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শীর্ষক কর্মশালা আয়োজনঃ

০২ মার্চ ২০২৩ তারিখ ইন্সটিটিউট কর্তৃক গাজীপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 'পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মশিউর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্সটিটিউটের নির্বাহী প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার। অনুষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, অনুষদ সদস্য ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজনঃ

ইন্সটিটিউট নিয়মিত প্রোগ্রাম আয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। পুঁজিবাজারের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তৈরি, বিনিয়োগের প্রাথমিক ধারণা প্রদান, এবং বিনিয়োগে আগ্রহী করে তোলাই এসব প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য।

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজনঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে ইন্সটিটিউট ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, আহসানউল্লা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, নটর ডেম ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ শিক্ষার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

সরকারি ট্রেজারি সিকিউরিটিজ লেনদেন এর উপর ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজনঃ

২০ জুলাই ২০২২ ইন্সটিটিউটে সেকেন্ডারি মার্কেটে সরকারি ট্রেজারি সিকিউরিটিজের লেনদেনের উপর ওরিয়েনটেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

ক্যাপিটাল মার্কেট কেইস ডেভেলপমেন্ট কম্পিটিশন এর জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালাঃ

বিআইসিএম কেইস ডেভেলপমেন্ট কম্পিটিশন এর জন্য জমাকৃত কেইসের মান উন্নয়নে 'কেইস কন্ট্রিবিউটরদের' জন্য একটি দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরঃ

গত অর্থবছরে বিআইসিএম ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, আহসানউল্লা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এসকল সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিনিয়োগ শিক্ষার ওপর বুনিয়াদী কর্মশালায় খুব সহজেই অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং বিআইসিএম কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সার্টিফিকেট কোর্সে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় পাবেন। এছাড়াও ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের জন্য বিনিয়োগবান্ধব পাঠ্যক্রম তৈরিতে সাহায্য এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়ে সহযোগিতা করবে বিআইসিএম।

অংশীজন সভাঃ

১১ আগস্ট ২০২২ ইন্সটিটিউটের সেবাগ্রহীতাদের সমন্বয়ে অংশীজন সভার আয়োজন করা হয়।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অবহিতকরণ সভাঃ

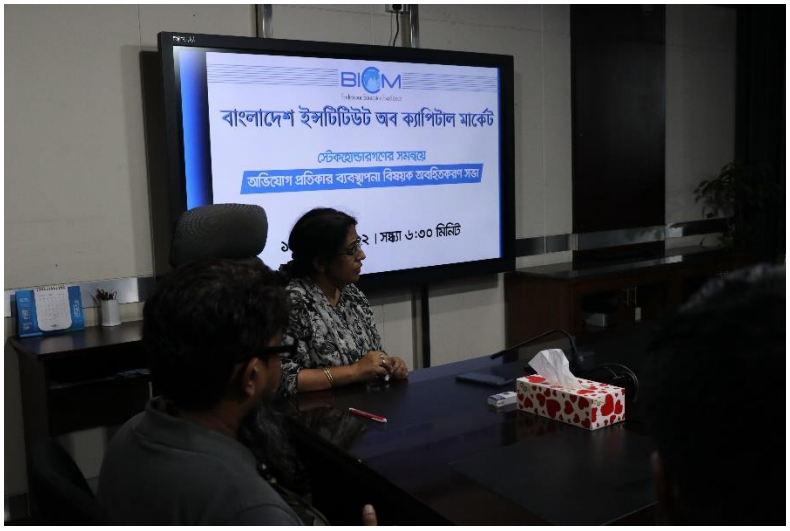

১১ আগস্ট ২০২২ তারিখে স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার, নির্বাহী প্রেসিডেন্ট, বিআইসিএম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন

ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের পেশাগত দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ‘অফিস ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২২ প্রদানঃ

ইন্সটিটিউটের শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২২ এর জন্য মনোনীত জনাব উদয় শুভ রহমান, ডেপুটি হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, জনাব মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল ওয়ারিশ, সহকারী পরিচালক ও জনাব বিভূ চাকমা, অফিস সহায়ক-কে ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ উদযাপনঃ

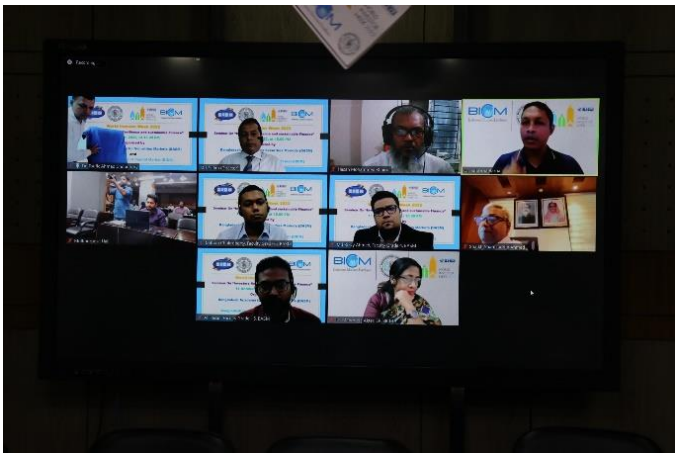

ইন্সটিটিউট কর্তৃক বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০২২ উপলক্ষ্যে সেমিনার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএসইসি এর কমিশনার ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজনঃ

২০ জুন ২০২৩ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালাঃ দেশের শিল্পোন্নয়নে পুঁজিবাজারের ভূমিকা আয়োজন করা হয়।

বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনঃ

২১ জানুয়ারি ২০২৩ বিআইসিএম এর বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিআইসিএম এর কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যায়ঃ চার

নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনঃ ২০২২-২৩

বার্ষিক প্রতিবেদন

(জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৩)

BIEM

Endeavour Education Excelence

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
বক্তব্য	০৩
অধ্যায়- ০১ঃ পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন	০৯
অধ্যায়- ০২ঃ ইন্সটিটিউট এর পরিচিতি	২৮
অধ্যায়- ০৩ঃ তথ্যচিত্রে ২০২২-২৩	৩৫
অধ্যায়- ০৪ঃ নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন	৭৫

বক্তব্য

চেয়ারম্যান

অর্থনৈতিক খাতে শৃঙ্খলা, পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য অংশীজনদের যুগোপযোগী জ্ঞান এবং সক্ষমতা অর্জনের বিকল্প নেই। বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিনিয়োগ দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিআইসিএম পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী, পেশাজীবী, এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিস্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম ও নিয়মিত রির্সার্চ সেমিনারের আয়োজন করছে। ইন্সটিটিউট-এর চলমান কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ২-বছর মেয়াদি বিশেষায়িত স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফাইন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম) প্রোগ্রাম, প্রান্তিক বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম, স্বল্প মেয়াদের সার্টিফিকেট কোর্স, এবং বিদ্যমান ও সম্ভাব্য পুর্জিবাজারের পেশাজীবীদের জন্য নয় মাস মেয়াদী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম উল্লেখযোগ্য। সরকারের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় কয়েকটি গবেষণা কর্ম চালু রয়েছে। ইন্সটিটিউটের কর্মপরিধি ও কলেবর বৃদ্ধির জন্য সরকারের নিকট জমি চাওয়া হয়েছে।

বিআইসিএম এর নিজস্ব জার্নাল, দি জার্নাল অব ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (জেএফএমজি)-এর ভলিউম ২ ইস্যু ১ প্রকাশিত হয়েছে। ইন্সটিটিউটের অনুষদ সদস্যরা পুঁজিবাজার উন্নয়নে বিভিন্ন সমকালীন বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন এবং বিআইসিএম এর জার্ণাল ছাড়াও দেশে বিদেশে বিভিন্ন জার্নালে গবেষণা কর্ম প্রকাশ করে থাকেন।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) পুঁজিবাজার সম্পর্কিত আইনসমূহের সংস্কার এবং নবউদ্ভাবিত আর্থিক ইন্সট্রুমেন্টসমূহ প্রচলনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের পুঁজিবাজার ইতোমধ্যে দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। ইন্সটিটিউটের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যগণের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সুবিবেচনাপ্রসূত নির্দেশনা ও সুপারিশ ইন্সটিটিউটের উদ্দেশ্যসমূহ অধিকতর ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের পথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

আমার বিশ্বাস, আগামীর দিনগুলোতেও বিনিয়োগ বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণামূলক কাজে কার্যকরী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ইন্সটিটিউট তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে, পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্যদের তাঁদের অবদান এবং ভূমিকার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। একই সাথে সরকার, প্রশাসন, ও পুজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রতি তাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

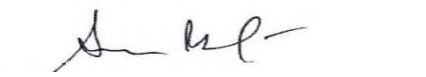

অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

নির্বাহী প্রেসিডেন্ট

শত শত বছর পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বাঙালীর মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে লাখো শহীদের আত্মত্যাগ ও অগণিত কন্যা-জায়া-জননীর অবর্ণনীয় ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত মহান স্বাধীনতাকে যথার্থ সম্মান দিতে আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে নেয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। আর উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে পুঁজিবাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে এবং আগামীতে আরো ব্যাপক পরিসরে করবে। বাংলাদেশে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির এবং প্রায়োগিক গবেষণার প্রসারকল্পে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) কাজ করে যাচ্ছে। সরকার, পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এবং আর্থিকবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনায় এবং ভৌত-অবকাঠামো ও সুদক্ষ জনবল বিবেচনায় ইনস্টিটিউট তার গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করছে।

ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রাম, সার্টিফিকেট কোর্সেস অন ক্যাপিটাল মার্কেট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট, মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফাইন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট, ফিন্যান্সিয়াল মডেলিং অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন এক্সপার্ট এবং বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ পরিচালনার মাধ্যমে ইনস্টিটিউট বিনিয়োগকারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের সার্বিক পারদর্শিতা অর্জনে আশানুরূপ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও, বিভিন্ন কর্মশালা, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রকাশনার মাধ্যমে ইনস্টিটিউট ক্রমেই নিজের কর্মমন্ডলকে উন্নীত করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০৪১ এর মাধ্যমে যে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও শান্তিময় বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছেন তা বাস্তবায়নে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চাহিদা অনুযায়ী ও ২০৩০ এর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রযুক্তি নির্ভর মানবসম্পদ উন্নয়নে বিআইসিএম সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগের অংশ হিসেবে সেবার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং সরকার নির্দেশিত প্রোগ্রামের সাথে সমন্বিত উদ্ভাবন উদ্যোগে সক্রিয় অংশগ্রহণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিপালন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

বাস্তবায়ন এবং নাগরিক সেবাদানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও ইনস্টিটিউট প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াগত ও কাঠামোগত মানবৃদ্ধির লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

সরকার, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এবং সংশ্লিষ্ট সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতায় ইনস্টিটিউটের অগ্রগতির ধারা চলমান থাকবে।

ইনস্টিটিউট কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে পালনে সহায়তার জন্য পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সরকার, প্রশাসন এবং সহকর্মীগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

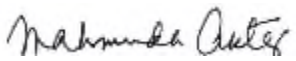

অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার
নির্বাহী প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

অধ্যায়ঃ এক

পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন

পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) এর পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ থেকে আমি ইন্সটিটিউটের ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বছরের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

ভুমিকাঃ

২০০৮ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জণগণের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে সরকার গঠন করা হয়েছিল, ১৫ বছর পর তার বাস্তব চিত্র বাংলাদেশের মানুষ দেখতে পাচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে, সমগ্র পৃথিবীকে তাক করিয়ে দিয়ে পদ্মা নদীর ওপর সেতু, এরপর একে একে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রো রেল, কর্ণফুলি নদীর নিচ দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল, এক দিনে শতাধিক সেতুর উদ্বোধন, বিমানের বহরে অত্যাধুনিক বিমান যোগ, এগুলো সবই আমাদের দেশের জনসাধারণের জীবনমানে এনেছে এক নতুন অধ্যায়, সগৌরবে মাথা উঁচু করে বিশ্ব দরবারে নিজেদেরকে নতুনভাবে তুলে ধরার।

এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী ও অধিক কার্যকর করার কোন বিকল্প নেই; আর এই পুঁজিবাজারের প্রাণ- বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ শিক্ষায় আলোকিত করতে, এবং বাজার মধ্যস্ততাকারী প্রতিষ্ঠান এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের জনবলকে প্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ জনসম্পদে পরিণত করারও কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যেই নিরলসভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে বিআইসিএম।

ইন্সটিটিউট চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির লক্ষ্যে ডেটা সাইন্স, ব্লকচেইন টেকনোলোজি এবং ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস ইন ক্যাপিটাল মার্কেট এর ওপর কোর্সের আয়োজন করেছে। বিনিয়োগকারীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে নিয়মিত বেসিক সার্টিফিকেট কোর্স ছাড়াও, এ বছরই প্রথম ফান্ডামেন্টাল এনালাসিস এর ওপর এডভান্সড কোর্স চালু করা হয় এবং এতে ভাল সাড়া পাওয়া যায়। নিয়মিতভাবে বিনিয়োগকারীদের প্রশিক্ষিত করতে চালু রয়েছে 'পুজিবাজারে বিনিয়োগ' শীর্ষক বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম, যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অনেকগুলো বিশেষায়িত বিষয় যেমন স্টক ভ্যাল্যুয়েশন, ইনভেস্টমেন্ট ইন শরীয়াহ কমপ্লায়েন্ট ক্যাপিটাল মার্কেট ইন্সট্রুমেন্টস, টাইম সিরিজ এনালাইসিস ফর

ক্যাপিটাল মার্কেট, স্ট্যাটিসটিক্স ফর ক্যাপিটাল মার্কেট, মিউচুয়াল ফান্ডস, কমোডিটিজ মার্কেট প্রভৃতি। গবেষণা কার্যক্রমকে বেগবান করতে মাসিক রিসার্চ সেমিনার সিরিজ নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বিআইসিএম এর পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যদের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রদত্ত নির্দেশনায়, ইন্সটিটিউট তার ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের পুঁজিবাজার-কে একটি গতিশীল, স্বচ্ছ, ও জবাবদিহিতামূলক বাজারে পরিণত করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ও গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য পূর্বের যে কোন সময়ের চাইতে অধিক কর্মস্পৃহা নিয়ে প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে।

পরিচালন কার্যক্রমঃ

আলোচ্য অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ইন্সটিটিউট তার নিজের প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে এবং আবশ্যিক কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনেকক্ষেত্রে সফল হয়েছে। ইনস্টিটিউটের সদস্যবৃন্দের অবগতির জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিচালিত কার্যক্রম, সামগ্রিক আয়-ব্যয় ও অন্যান্য বিষয়াদি উপস্থাপন করা হলোঃ

ক. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

বিআইসিএম এর চলমান কার্যক্রম এর মধ্যে নয় মাস মেয়াদী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম) প্রোগ্রাম এর পাশাপাশি ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রাম, এবং স্বল্প-মধ্য মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করছে। ইনস্টিটিউট ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫০টি ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১,৮১৯ জনকে এবং ২৩টি সার্টিফিকেট কোর্সের মাধ্যমে ১১৩৭ জনকে প্রশিক্ষিত করেছে। উল্লিখিত সময়ে পিজিডিসিএম প্রোগ্রামের অধীনে সান্ধ্যকালীন ২১তম, ২২তম, এবং ২৩তম ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান ছিল।

মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম) প্রোগ্রামের চারটি ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রোগ্রামটির মোট ফি শিক্ষার্থীদের কাছে আরো সহনশীল করার জন্য এর টিউশন ফি'তে উল্লেখযোগ্য ছাড় প্রদান করা হয়েছে এবং আগামীতে শিক্ষাবৃত্তি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, এই প্রোগ্রামের বিভিন্ন লেভেল সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা যোগানোর জন্য লেভেল কমপ্লিশন সার্টিফিকেট প্রদান করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(১) মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম)

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সমস্ত পৃথিবীব্যাপী সৃষ্টি করেছে নব দিগন্ত যেখানে বাংলাদেশও অবদান রাখছে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, ডেটা সাইন্স, ব্লকচেইন, এর যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। তথ্য প্রযুক্তির এই উৎকর্ষতা ছুঁয়ে দিচ্ছে জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্র। পরিবর্তিত চাহিদার প্রেক্ষিতে খুব দ্রুত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ধরণ বদলে যাচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে প্রচলিত কর্মপদ্ধতির, উন্নত হচ্ছে অবকাঠামো। নব উদ্ভাবিত প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের বদৌলতে এই প্রতিশ্রুতিশীল খাতটি হয়ে উঠছে আরো আকর্ষণীয়। পুঁজিবাজার সম্প্রসারণে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বাজারে এনেছে নতুন ইনস্ট্রুমেন্টস, পরিবর্তন হচ্ছে পুরনো আইন। এরই ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি হচ্ছে পরিবর্তিত সময়ের অর্থ ও বিনিয়োগ খাতে নতুন নেতৃত্বের চাহিদা। এই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার এবং ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মানব সম্পদ তৈরি করাই এখন এই সেক্টরের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশের এই আসন্ন মোকাবেলাকে চ্যালেঞ্জ করে আর্থিক খাত, বিশেষ করে পুঁজিবাজারকে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারবে, এমন দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট চালু করেছে বিশেষায়িত স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম 'মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম)' প্রোগ্রাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এবং ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডীনের মাধ্যমে পরিচালিত এই ২-বছর মেয়াদী প্রোগ্রামটিতে রয়েছে পুঁজিবাজার এবং অর্থায়নের সব যুগোপযোগী কোর্স, ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড লার্নিং এপ্রোচ, এবং হাতে কলমে মার্কেট এনভায়রনমেন্ট কে জানার এবং শেখার ব্যবস্থা। ফাউন্ডেশন লেভেলে ৪টি এবং কোর কোর্সে ৮টি কোর্সের পাশাপাশি 'কোয়ান্টিটেটিভ ফিন্যান্স' এবং 'ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটস' শীর্ষক দুইটি ট্র্যাক থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দ মোতাবেক ৪টি ইলেকটিভ কোর্স নিতে পারবেন। একটি সমৃদ্ধশালী পুঁজিবাজার গড়তে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। আর এ জন্যই এই প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য কোন বিশেষ বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা বা কোন বিশেষ বিষয়ে লেখাপড়ার প্রয়োজন নেই। এর কারিকুলাম এমনভাবে সাজানো যাতে করে যে কোন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীধারীরা, চাহিত ফলাফল থাকলে, প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রমে উত্তীর্ণ হতে পারলে এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

কোর্সের সময়কাল মোট ২ বছর, যা ৪টি সেমিস্টারে বিভক্ত। ১৬টি কোর্সে মোট ৫১ ক্রেডিটের এই প্রোগ্রামটির ক্লাস সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় যাতে করে পেশাজীবীরা সহজেই ক্লাস করতে পারেন। দ্বিতীয় সেমিস্টার থেকে শুরু করে চতুর্থ সেমিস্টার পর্যন্ত চলে প্রজেক্ট পেপার প্রস্তুতির কাজ, যা প্রোগ্রামের শেষে গিয়ে ডিফেন্ড করতে হয়। সফল ভাবে প্রোগ্রামটি সম্পন্ন করতে পারলে (সিজিপিএ ৪.০০ এর মধ্যে ২.৫০ বা তদুর্ধ থাকলে) মিলবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ।

পেশাজীবীদের বিভিন্ন সংগঠন যেমন দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ, ইন্সটিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ, ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ, চার্টার্ড ফাইন্যান্সিয়াল এনালিস্ট (সিএফএ), এসোসিয়েশন অফ চার্টার্ড সার্টিফায়েড একাউন্ট্যান্টস (এসিসিএ), ইত্যাদি সংগঠনের সদস্যদের জন্য রয়েছে সরাসরি ভর্তির ব্যবস্থা। এছাড়া, গ্র্যাজুয়েট ম্যানেজমেন্ট এডমিশন টেস্ট (জিম্যাট) এ কমপক্ষে ৫০০ নম্বর বা গ্র্যাজুয়েট রেকর্ড এক্সামিনেশন (জিআরই) এ কমপক্ষে ৩০০ নম্বর অর্জনকারীদের জন্যও রয়েছে সরাসরি ভর্তির সুযোগ। এ ক্ষেত্রে তাদের শুধুমাত্র মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেই হবে।

বছরে মোট দু'বার ভর্তি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়, একটি জানুয়ারি সেশনের জন্য (স্প্রিং) এবং অপরটি জুলাই সেশনের জন্য (সামার)।

(২) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট প্রোগ্রাম (পিজিডিসিএম):

ইনস্টিটিউট পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুঁজিবাজারের উপর ২৪ ক্রেডিট বিশিষ্ট নয় মাস মেয়াদী প্রোগ্রাম 'পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম)' পরিচালনা করছে। সান্ধ্যাকালীন ক্লাস হওয়াতে এতে পেশাজীবীদের অংশগ্রহণ সহজতর হয়। পুঁজিবাজারের চাহিদার সাথে মিল রেখে প্রোগ্রামটির কারিকুলাম পরিবর্তন করে আরও পুঁজিবাজার বান্ধব করা হয়েছে।

পিজিডিসিএম প্রোগ্রামটি বর্তমানে ৮টি কোর্সে, ২ লেভেলে বিভক্ত। ডিপ্লোমা'টি অর্জন করতে শিক্ষার্থীদের ৮টি কোর্সে কমপক্ষে ২.৭৫ সিজিপিএ (৪.০০ স্কেলে) থাকতে হবে । সফলভাবে প্রোগ্রামটি সম্পন্ন করা সাপেক্ষে শিক্ষার্থীদের বিআইসিএম হতে ডিপ্লোমা সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রদান করা হয়ে থাকে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে এ প্রোগ্রামের অধীনে সান্ধ্যকালীন ২১তম, ২২তম, এবং ২৩তম ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান ছিল। জুন ২০২৩ পর্যন্ত এই প্রোগ্রামের ২৩টি সান্ধ্যকালীন এবং ০৩টি দিবা ব্যাচে সর্বমোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৭৭ জন।

(৩) সার্টিফায়েড ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন এক্সপার্ট (এফএমভিই):

বাংলাদেশের অর্থ বাজারের প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই প্রয়োজন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত ফাইন্যান্সিয়াল মডেলার। বিভিন্ন ধরণের ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং ও ভ্যালুয়েশন এর ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কৌশলগত ও প্রায়োগিক সিদ্ধান্ত। অথচ এ সংক্রান্ত কোন প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন বাংলাদেশ থেকে প্রদান করা হয় না। একদিকে বিপুল চাহিদা আর অপরদিকে অপ্রতুল প্রশিক্ষিত লোকবল – এই দু'য়ের ব্যবধান কমাতেই ইন্সটিটিউট একটি বিশেষায়িত প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন চালু করেছে- 'সার্টিফায়েড ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন এক্সপার্ট (এফএমভিই)।' প্রোগ্রামটি মোট ১২টি মডিউলে বিভক্ত যার মধ্যে ৬টি হচ্ছে মডেলিং এর ওপর এবং বাকি ৬টি ভ্যালুয়েশন এর ওপর। প্রতিটি লেভেল-এর কোচিং ক্লাসসমূহ শেষে একটি ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ণ করা হয় যার ভিত্তিতে তাদের লেভেল ১ সমাপনান্তে 'সার্টিফায়েড মডেলার' এবং লেভেল ২ সমাপনান্তে 'সার্টিফায়েড ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন এক্সপার্ট' সনদ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের আর্থিক বাজারে – বিশেষ করে ব্যাংক, বীমা, লিজিং, ইন্স্যুরেন্স, মার্চেন্ট ব্যাংক, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী, ব্রোকারেজ হাউজ, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানী, রিসার্চ ফার্ম, এবং কনসাল্টিং ফার্মগুলোতে প্রশিক্ষিত ফাইন্যান্সিয়াল মডেলার-এর চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে এই সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামটি।

বছরে দু'বার (জানুয়ারি এবং জুলাই) ব্যাচ শুরু হয় এই প্রোগ্রামের। কেউ ইচ্ছে করলে ভর্তি হবার তারিখ থেকে ৩ বছরের মধ্যে দুইটি লেভেল সম্পন্ন করে এই সার্টিফিকেশন অর্জন করতে পারবেন। প্রতি পাঁচ বছর পর পর এই সার্টিফিকেশন নবায়ন করতে হবে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে এবং নতুন মডিউল অন্তর্ভুক্ত হলে, আলাদা করে কোচিং ক্লাস করতে হবে। সমপর্যায়ের বিদেশী প্রশিক্ষণের খরচের তুলনায় এই কোর্সের খরচ নিতান্তই নগণ্য, যা কিস্তিতে পরিশোধ করা যায়।

(৪) ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রামঃ

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়।

ইনস্টিটিউট এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে আগ্রহী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগকারী যারা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকে নিরাপদ করতে চান তাদেরকে এবং পুঁজিবাজার সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষিত করে থাকে।

ইনস্টিটিউট তার অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে পুঁজিবাজারের উপর মৌলিক জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে সপ্তাহের বিভিন্ন কার্যদিবসে দিনব্যাপী বিনামূল্যে 'ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রাম' পরিচালনা করছে। এছাড়াও অনলাইনেও বিভিন্ন কার্যদিবসে সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকা থেকে রাত ৯:০০ ঘটিকা পর্যন্ত এই প্রোগ্রাম-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ চালু রয়েছে। অনলাইনে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রোগ্রামে সারাদেশ থেকে আগ্রহী বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগকারীগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। অনলাইনেও প্রোগ্রামটি পরিচালনা করাতে ঢাকার বাইরে এবং দেশের বাইরে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীরা এতে সহজে অংশগ্রহণ করতে পারছেন।

এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ পুঁজিবাজার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন, যা তাদেরকে পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিষয়ে আরো জ্ঞানার্জন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগে আগ্রহী করে তোলে। এ ছাড়াও ইনস্টিটিউট বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দিনব্যাপী এই প্রোগ্রামটি পরিচালনা করছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫০টি ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১,৮১৯ জন বর্তমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এ প্রোগ্রামের গত পাঁচ বছরের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল ১- ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রাম ট্রেন্ড

বিবরণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রাম (সংখ্যা)	৫০	৪৯	৫০	৫০	৫০
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	১,৪৩৫	১,৫৫৩	১,৪৭৯	১,৬২৫	১,৮১৯

(৫) সার্টিফিকেট কোর্সঃ

ইন্সটিটিউট পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী, পেশাজীবী এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করছে। ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সের মধ্যে ফান্ডামেন্টালস অব ইকুইটি ভ্যালুয়েশন; ফান্ডামেন্টালস অব পোর্টফালিও ম্যানেজমেন্ট; ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস; এডভান্সড ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস, টেকনিক্যাল এনালাইসিস; এডভান্সড টেকনিক্যাল এনালাইসিস; রিডিং অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফিন্যান্সিয়াল স্টেইটমেন্টস; রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন মানি অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট; ভ্যাট সিস্টেমস ইন বাংলাদেশ; মিউচুয়াল ফান্ড ফ্রম এন ইনভেস্টর্স পারস্পেক্টিভ; ট্রেইডিং অব গভর্মেন্ট সিকিউরিটিজ ইন দ্য সেকেন্ডারী মার্কেট; ডেটা সাইন্স ফর ফিন্যান্স অ্যান্ড ইকনোমিক্স ইউজিং 'আর' প্রোগ্রামিং; ব্লকচেইন এপ্লিকেশন্স ইন ক্যাপিটাল মার্কেট; ভেঞ্চার ক্যাপিটাল – কনসেপ্টস, স্ট্র্যাটেজিস, অ্যান্ড গ্লোবাল প্র্যাক্টিসেস; এন্টি মানি লন্ডারিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস ইন দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট; ইথিক্স, ইন্টেগ্রিটি, অ্যান্ড গুড গভার্ন্যান্স; কমোডিটিজ এক্সচেঞ্জ; প্রিন্সিপ্যালস অব এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডস; ইফেক্টিভ কর্পোরেট গভর্ন্যান্স প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এ বছর প্রথমবারের মত এডভান্সড ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস, মিউচুয়াল ফান্ড ফ্রম এন ইনভেস্টর্স পারস্পেক্টিভ; ট্রেইডিং অব গভর্মেন্ট সিকিউরিটিজ ইন দ্য সেকেন্ডারী মার্কেট; ডেটা সাইন্স ফর ফিন্যান্স অ্যান্ড ইকনোমিক্স ইউজিং 'আর' প্রোগ্রামিং; ব্লকচেইন এপ্লিকেশন্স ইন ক্যাপিটাল মার্কেট; ভেঞ্চার ক্যাপিটাল – কনসেপ্টস, স্ট্র্যাটেজিস, অ্যান্ড গ্লোবাল প্র্যাক্টিসেস; এন্টি মানি লন্ডারিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস ইন দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট; ইথিক্স, ইন্টেগ্রিটি, অ্যান্ড গুড গভার্ন্যান্স; কমোডিটিজ এক্সচেঞ্জ; প্রিন্সিপ্যালস অব এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডস; ইফেক্টিভ কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোর্সসমূহ চালু করা হয়।

ইন্সটিটিউটের নবনিযুক্ত অনুষদ সদস্যদের গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রিসার্চ মেথডলোজি বুট ক্যাম্প পরিচালনা করা হয় যেখানে ইন্সটিটিউটের অনুষদ সদস্য ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, এবং অন্য একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হতে অনুষদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে ইনস্টিটিউট ২৩টি সার্টিফিকেট কোর্সের মাধ্যমে ১,১৩৭ জন পেশাজীবী এবং বিনিয়োগকারী/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীকে প্রশিক্ষিত করেছে, যার তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ২ – সার্টিফিকেট কোর্সঃ ২০২২-২৩

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	তারিখ	প্রশিক্ষণের ব্যাপ্তি (দিন)	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস	০২ জুলাই ২০২২	০১	৮৪
২	অ্যাডভান্সড ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস	১৫ জুলাই – ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২২	০৮	৮১
৩	মিউচুয়াল ফান্ড: এন ইনভেস্টরস পারস্পেক্টিভ	২৭ আগস্ট ২০২২	০১	৩০
৪	ফান্ডামেন্টালস অব ইক্যুইটি ভ্যালুয়েশন	০২ সেপ্টেম্বর ২০২২	০১	৬৫
৫	ফান্ডামেন্টালস অব পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট	০৩ সেপ্টেম্বর ২০২২	০১	১১১
৬	ডেটা সাইন্স ফর ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইকোনমিক্স উইথ আর প্রোগ্রামিং	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে ১০ জুন ২০২৩	২৪	১৭
৭	বেসিক টেকনিক্যাল এনালাইসিস	০১ অক্টোবর ২০২২	০১	৫৬
৮	অ্যাডভান্সড টেকনিক্যাল এ্যানালাইসিস	০২-৩০ অক্টোবর ২০২২	০৮	৫২
৯	ব্লকচেইন বেসিকস এন্ড এপ্লিকেশনস ইন ক্যাপিটাল মার্কেট	০৪ -২৬ নভেম্বর ২০২২	০৮	২৫
১০	মানি লন্ডারিং এন্ড ফিন্যানসিয়াল ক্রাইম ইন ক্যাপিটাল মার্কেট	১১ নভেম্বর – ২৬ ডিসেম্বর ২০২২	০৮	১১
১১	ট্রেডিং অব গভর্নমেন্ট ট্রেজারি সিকিউরিটিজ	০৫ নভেম্বর, ২০২২	০১	৫৬
১২	ট্রেডিং অব গভর্নমেন্ট ট্রেজারি সিকিউরিটিজ	২৬ নভেম্বর, ২০২২	০১	৪৫
১৩	রিডিং এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস	১৬-১৮ জানুয়ারি ২০২৩	০৩	৫৪

১৪	ইন্ট্রোডাকশন টু এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড	১৩-২৮ জানুয়ারি ২০২৩	০৪	৫১
১৫	ফান্ডামেন্টালস অব ইক্যুইটি ভ্যালুয়েশন	২০ জানুয়ারি ২০২৩	০১	৪৪
১৬	ফান্ডামেন্টালস অব পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট	২৭ জানুয়ারি ২০২৩	০১	৬৬
১৭	কমোডিটি এক্সচেঞ্জ: কনসেপ্টস, অপারেশনস এবং গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডস	২৩ জানুয়ারী - ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	০৬	৩৩
১৮	মিউচুয়াল ফান্ড: এন ইনভেস্টরস পারস্পেক্টিভ	১১ ফেব্রুয়ারী	০১	২১
১৯	ইফেক্টিভ কর্পোরেট গভর্ন্যান্স	০৪ – ১২ মার্চ ২০২৩	০৪	৭০
২০	ভেঞ্চার ক্যাপিটাল	৮, ৯ এবং ১৪ মে ২০২৩	০৩	৫৫
২১	ইফেক্টিভ কর্পোরেট গভর্ন্যান্স	২৮ মে, ০৩, ০৪ এবং ১০ জুন ২০২৩	০৪	২৫
২২	ফিন্যানসিয়াল স্টেইটমেন্টস্ এনালাইসিস	২৭ মে ২০২৩	০১	৫৩
২৩	ট্রেডিং অব গভর্নমেন্ট ট্রেজারি সিকিউরিটিজ	১৭ জুন ২০২৩	০১	৩২
			মোট=	**১,১৩৭**

চলতি অর্থবছরসহ গত পাঁচ বছরে ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ৩ – সার্টিফিকেট কোর্স ট্রেন্ড

বিবরণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
সার্টিফিকেট কোর্সের সংখ্যা	১৮	১৮	২১	২৩	২৩
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	৪৭৯	৪৪৬	৭৩৮	৮৮৮	১১৩৭

(৬) বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০২২ উদযাপনঃ

ইন্সটিটিউট কর্তৃক বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। এতে 'সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স' এর উপর ১টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। জনাব ইমরান মাহমুদ, প্রভাষক, বিআইসিএম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএসইসি-এর কমিশনার ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ। এছাড়াও বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটস (বিএএসএম) এর মহাপরিচালক – ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী। বিআইসিএম এর খন্ড-কালীন রিসার্চ কনসালট্যান্ট ড. সুবর্ণ বড়ুয়া আলোচক হিসেবে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

(৭) ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও গোলটেবিল বৈঠকঃ

ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম) এর শিক্ষার্থীদের কন্টিনিউয়িং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) এর আওতায় পুঁজিবাজারের সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়কে সামনে রেখে ইন্সটিটিউট ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ও গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে থাকে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম)-এর শিক্ষার্থীবৃন্দ।

জানুয়ারি ২০২১ হতে বিআইসিএম-এ রিসার্চ সেমিনার সিরিজ শুরু হয়েছে। এতে ইন্সটিটিউটের এবং ইন্সটিটিউটের বহিঃস্থ গবেষকরা তাদের গবেষণা কর্মের ফলাফল উপস্থাপন করে থাকেন। বর্তমানে প্রতি মাসে একটি করে রিসার্চ সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ইন্সটিটিউট ০৯টি ওয়ার্কশপ/ সেমিনার/ গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে।

ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ৪ – ওয়ার্কশপ/ সেমিনার/ গোলটেবিল বৈঠক ২০২২-২৩

ক্রমিক	বিষয়	তারিখ
১	Do co-opted boards affect firm managerial ability in the US?	July 06, 2022
২	Social Capital and Capital Allocation Efficiency	August 11, 2022

৩	Certification of Corporate Governance Compliance, Type of Certifiers and Market-based Performance: Evidence from a Unique Regulatory Setting	August 16, 2022
৪	Effect of Margin Loan on Investment Behavior and Performance: Insights from the Capital Market of Bangladesh	September 29, 2022
৫	A Comparison of Islamic and Conventional Banks' Green Banking Initiatives and Their Benefits	October 26, 2022
৬	Non-Random Topology in Bangladeshi Stock Market	November 28, 2022
৭	Local Religiosity and Insider Trading Activity	December 14, 2022
৮	Optimal Exchange Rate Dynamics for a Small-Open Economy: A Machine Learning Approach to the Case of Bangladesh	January 24, 2023
৯	Investor Overconfidence and Stock Price Crash Risk	February 02, 2023
১০	The impact of companies' listing into capital market on national tax revenues: The case of Bangladesh	April 17, 2023
১১	U.S. Political Corruption and Management Earnings Forecast	June 07, 2023

(৮) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণঃ

ইন্সটিটিউট নিয়মিত প্রোগ্রাম আয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। পুঁজিবাজারের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তৈরি, বিনিয়োগের প্রাথমিক ধারণা প্রদান, এবং বিনিয়োগে আগ্রহী করে তোলাই এসব প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ইন্সটিটিউট ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, আহসানউল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ শিক্ষার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

(৯) ইন-হাউস প্রশিক্ষণঃ

বিআইসিএম নিজস্ব মানব সম্পদের দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়নে বরাবরের মতো এ অর্থবছরেও বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউস প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এর মধ্যে ই-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, দাপ্তরিক কাজে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব, ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-জিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পার্সোনাল লেজার (পিএল) অ্যাকাউন্ট বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, Behavioral Bias in Capital Maeket Investment এর উপর প্রশিক্ষণ, অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে ইন্সটিটিউট কর্তৃক স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদেরকে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন; সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন; তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

খ. ইনস্টিটিউটের সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণীঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরসহ বিগত পাঁচ বছরের পরিচালনা ও আর্থিক বিবরণীর সারসংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ৬ -পরিচালনা ও আর্থিক বিবরণীর সারসংক্ষেপ (টাকা হাজারে)

বিবরণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
সরকার থেকে প্রাপ্ত তহবিল	১,০৩,০০০	৯৪,০৭৯	১,০০,০০০	১০,৩৫,০০	১,০৬,৮৭৯
পরিচালন আয়	৩,৮০৪	২,১০৪	৪০,৬৯	৪৮,৭০	৭,০০২
নীট সম্পদ	৩,৫২,৯০৫	৩,১৬,৯০৪	৩,২৩,০৭২	৩,০২,৫৭১	২,৬৪,৫৫৮
মোট সম্পদ	৩,৫৫,২২৭	৪,৩৭,৪৭৫	৩,৯৪,৭৫০	৪,০৬,০৫৮	৩,৯২,০৭৭
মোট চলতি সম্পদ	২,৮৩,৯২৮	৩,০৪,২৫৭	২,৬৮,১৮৯	২,৮০,৪৫৯	২,৮১,২৫৮
মোট চলতি দায়	২,৩৩২	৭২,৬৩৭	২৪,৪০১	২৬,৬৩৮	৩৮,০৪৮

(১) ইনস্টিটিউটের ব্যয়ঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ১০ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা থেকে ইনস্টিটিউট বিভিন্ন খাতে ব্যয় করেছে। ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ হলোঃ বেতন ও ভাতাদি বাবদ ৯,০০,১৯,০৯২.০০ টাকা, অফিস ভাড়া বাবদ ১,৭৩,৬৬,২১৭.০০ টাকা, ইউটিলিটি বিল বাবদ ৩৩,৯৯,৬২৬.০০ টাকা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় ৫৬,৯২,৪৬০.০০ টাকা, সম্মানী/পারিতোষিক বাবদ ৪৬,২৯,২৮৮.০০ টাকা এবং উদ্ভাবন সংক্রান্ত ব্যয় ৯,৮২,১৯৭.০০ টাকা।

(২) ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট কোর্স এবং এমএএফসিএম থেকে আয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে ইনস্টিটিউট পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর ২৩টি সার্টিফিকেট কোর্স আয়োজন করেছে। উক্ত অর্থবছরে পিজিডিসিএম প্রোগ্রামের ০৩টি ব্যাচে এবং এমএএফসিএম প্রোগ্রামের ০২টি ব্যাচে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। সার্টিফিকেট কোর্স, পিজিডিসিএম, এবং এমএএফসিএম প্রোগ্রাম হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্জিত আয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল ৭ – ডিপ্লোমা, মাস্টার্স এবং সার্টিফিকেট কোর্স থেকে আয়

ক্রমিক নং	প্রোগ্রামের নাম	প্রোগ্রাম	আয় (টাকা)
১	সার্টিফিকেট কোর্স	২৩টি	১৬,৩৭,৫০৭.০০
২	পিজিডিসিএম	৩ টি	৩৪,৪৬,৬২৪.০০
৩	এমএএফসিএম	২টি	১৯,১৯,০০০.০০

(৩) ইনস্টিটিউটের বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকঃ

বর্তমান নিরীক্ষক, হোসেন ফরহাদ এ্যান্ড কোঃ, চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্টস, হাউজ নং ১৫, রোড নং ১২, ব্লক-এফ, নিকেতন ঢাকা কে ইনস্টিটিউটের বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, যারা ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন।

গ. ইন্সটিটিউটের জনবলঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরসহ পাঁচ বছরে ইন্সটিটিউটে কর্মরত কর্মচারীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল ৭ – ইনস্টিটিউটের জনবল কাঠামো

বিবরণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
উর্ধ্বতন কর্মচারি	১	০	৩	৩	৩
অনুষদ সদস্য	১১	১২	১১	১০	১২
কর্মচারি (১০ম গ্রেড পর্যন্ত)	১৯	১৭	১৭	১৯	১৬
কর্মচারি (১১-২০তম গ্রেড)	৩৪	৩৪	৩৩	৩৪	৩৪
মোট	৬৫	৬৩	৬৫	৬৬	৬৫

ঘ. পরিচালনা পর্ষদ সভাঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিচালনা পর্ষদের ৯৪তম থেকে ৯৮তম, মোট ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্ষদের সদস্যগণ সভায় উপস্থিত থেকে নীতিগত নির্দেশনা দিয়ে ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। পরিচালনা পর্ষদ সভার তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল ৮ – ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ইন্সটিটিউটের পরিচালনা পর্ষদ সভা

ক্রমিক নং	সভা নম্বর	সভার তারিখ
১	৯৪তম	২৮ জুলাই ২০২২
২	৯৫তম	২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২
৩	৯৬তম	২২ নভেম্বর ২০২২
৪	৯৭তম	২৯ ডিসেম্বর ২০২২
৫	৯৮তম	৩০ মে ২০২৩

ঙ. ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনাঃ

অর্থবাজার সংক্রান্ত গবেষণা কর্মে, বিশেষ করে পুঁজিবাজার এবং পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও অন্যান্য নীতিনির্ধারকদের নীতিনির্ধারণে সহায়ক, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক, এবং ইন্সটিটিউটের কার্যক্রমে সহায়ক এমন গবেষণা কর্মকে স্বীকৃতি এবং উৎসাহ প্রদান করার জন্য BICM Annual Research Grant (ARG) কে নিয়মিত এবং চলমান ভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে এটিকে BICM Research Grant হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে এবং চলমান (rolling basis) ভিত্তিতে এই অনুদান প্রদানের কাজ চলমান থাকবে। পুঁজি বাজারের সাম্প্রতিক ইস্যু ও চ্যালেঞ্জ সমূহের ব্যাপারে গবেষণা লব্ধ জ্ঞান কে নীতি নির্ধারণী মহলের দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্যই BICM Annual Research Grant কে BICM Research Grant এ রূপান্তরিত করা হবে।

মিউচুয়াল ফান্ড সেক্টরে দক্ষ, প্রশিক্ষিত, ও লাইসেন্সধারী জনবল তৈরির লক্ষ্যে BICM Licensed Mutual Fund Selling Agent (MFSA) প্রোগ্রাম চালু করা হবে। Mutual Fund Rules 2001 এর অনুসারে এই প্রোগ্রামটি সাজানো হচ্ছে এবং এতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পরামর্শ মোতাবেক মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডাস্ট্রি হতে বিশেষজ্ঞ দ্বারা এর কারিকুলাম কে চূড়ান্ত করা হবে। প্রাথমিক ভাবে বিআইসিএম এর ক্যাম্পাসে এর ব্যাচ চলমান থাকলেও ক্রমান্বয়ে এর ব্যাপ্তি সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হবে। যেহেতু বাংলাদেশে মিউচুয়াল ফান্ডের বিস্তারের একটি বড় মার্কেট রয়েছে, তাই এ বিষয়ে ইন্সটিটিউট সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে এই প্রোগ্রামটিকে সফল করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকবে।

বিশ্বব্যাপী পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করে আর্থিক বিশ্লেষণ (এনালাইসিস) ও এনালিটিক্স এর ব্যবহার দ্রুত সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে, এবং পুঁজি বাজারে এর বিস্তৃতির কথা মাথায় রেখে পাইথন ব্যবহার করে Finacial Analytics for Capital Market এবং Blockchain and Crypto-currency এর ওপর সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করা হবে। Certified FinTech Professional (CFP) নামক একটি প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন চালু করা হবে, এবং FinTech সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হবে।

পুঁজিবাজারে কর্মরত ব্রোকারেজ হাউজের ট্রেডারদের জন্য বিশেষ সার্টিফিকেশন Certified Equity Trader (CET) নামক প্রোগ্রাম চালু করা হবে। এতে করে অংশগ্রহণকারী ট্রেডারদের জ্ঞান ও দক্ষতার যেমন বিকাশ ঘটবে, অপরদিকে তা বিনিয়োগকারীদের জন্য তথা পুঁজিবাজারের বিকাশের জন্য উপকারী হবে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে এবং ব্র্যাক-ইপিএল এর সহযোগীতায় এর প্রারম্ভিক একটি কাঠামো দাড় করানো হয়েছে, যা কয়েকটি কর্মশালা ও আলোচনা সভার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে।

ইন্সটিটিউটের শিক্ষকদের গবেষণা দক্ষতা ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত গবেষণা কর্মশালা এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। শিক্ষকদের পাঠদান ও সার্বিক শিক্ষাদানের বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এর আয়োজন করা হবে।

কর্পোরেট গভার্ন্যান্স এর বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ বা বোর্ডের সদস্যদের এ বিষয়ে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Coroporate Governance, Board Dynamics, and Board Excellence Masterclass শীর্ষক একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ চালু করা হবে।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে সুকুক এবং অন্যান্য ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট ইন্সট্রুমেন্টস এর প্রতি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বাড়ছে এবং এসকল প্রোডাক্ট-এর একটি বড় বাজারের সম্ভাবনা আছে। এ বাজারের সমৃদ্ধি এবং এ সংশ্লিষ্ট জনবলকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করতে, এবং বিনিয়োগকারীদের অবহিত করতে সুকুক এবং ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেট বিষয়ে একটি সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম চালু করা হতে পারে। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সাথে প্রাথমিক আলোচনা চলমান রয়েছে।

BICM Capital Market Case Development Competition 2023 (Season 1) এর চূড়ান্ত র‍্যাংকিং করা সাপেক্ষে এর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে এবং কেইস প্রদানকারীদের সম্মানী প্রদান করা হবে। এর ধারাবাহিকতায়, একটি সংকলিত পুস্তক প্রকাশ করা হবে এবং আগামী পর্ব অর্থাৎ BICM Capital Market Case Development Competition 2024 (Season 2) এর কার্যক্রম চালু করা হবে।

ই-লার্ণিং এর মাধ্যমে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর জ্ঞান লাভ আরও সহজ করার জন্য পুঁজি বাজারের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে ই-লার্নিং কোর্স তৈরি করা হবে এবং বর্তমান কোর্সটিকেও হালনাগাদ করা হবে। এ ছাড়াও ইন্সটিটিউটের অনুষদ সদস্য এবং শিক্ষা প্রশাসনের সাথে জড়িত সংশ্লিস্ট কর্মচারিদের ১-বছর মেয়াদী দীর্ঘ কালীন E-learning content development using multimedia components শীর্ষক একটি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক কারিকুলাম ও সম্ভাব্য প্রশিক্ষণের রুপরেখা তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। সরকারের গৃহীত Smart Bangladesh এর রুপরেখার আলোকে Smart Citizen রা যেন Smart Investor হয়ে ওঠে সে লক্ষ্যে Smart Faculty তৈরির প্রয়াসে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এডভান্সড কোর্স চালু করা এবং অধিকসংখ্যক ও সারাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ প্রদান করার লক্ষ্যে কোর্সসমূহ অনলাইনে পরিচালিত করা; ব্লকচেইন, পাইথন, আর-প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে ডেটা সাইন্স এবং ফিন্যান্স এ এর ব্যবহার সম্পর্কিত বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; পুঁজিবাজারে আসন্ন প্রোডাক্টস যেমন এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড, কমোডিটিজ, এবং ডেরিভেটিভসের ওপর বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ/সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম চালু করা; সরকারী ট্রেজারী সিকিউরিটজ এর ট্রেডিং চালু হবার পূর্বে এ সম্পর্কে বিনিয়োগ সচেতনতা তৈরি করার লক্ষ্যে সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন এবং এ সংক্রান্ত সার্টিফিকেশন বা সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম চালু করা; ইন্সটিটিউটের বিদ্যমান কাঠামো ব্যবহার করে দূরশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ নেয়া; ইন্সটিউটের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ‘রিসার্চ উইং’ প্রতিষ্ঠা করা এবং ইন্সটিটিউটের জার্নাল নিয়মিত প্রকাশের পাশাপাশি এর ওয়েব পোর্টালটিকে আধুনিকায়নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ইন্সটিটিউটের এবং বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে প্রাথমিকভাবে চট্রগাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা, যশোর, ময়মনসিং, বরিশাল, এবং দিনাজপুরে সীমিত আকারে বিভাগীয় আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা এবং নিয়মিত এসব অফিসে বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম ও সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা; দেশব্যাপী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনিয়োগ শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন ও বিনিয়োগ শিক্ষার বর্তমান অবস্থা জানার লক্ষ্যে গবেষণা তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে শক্তিশালীকরণের যে লক্ষ্যে বিআইসিএম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এসব কর্মকান্ডের সফল বাস্তবায়ন সেই পথ চলাকে সুগম করবে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

উপসংহারঃ

বাংলাদেশে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক, এবং কার্যকারী পুঁজিবাজার প্রতিষ্ঠার জন্য যুগোপযোগী বিনিয়োগ শিক্ষার বিকল্প নেই। বিনিয়োগকারী এবং সম্ভাব্য বিনিয়গকারীদের মাঝে বিনিয়োগ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণে অনীহা এবং তাদের ঝুঁকিপূর্ণ এই বাজারে প্রবেশ সার্বিক বাজারের উন্নয়নের পথে বড় বাধা। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাবে পুঁজিবাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে প্রায় সময়ই বিড়ম্বনার শিকার হতে হয় পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা, স্টক এক্সচেঞ্জ, এবং অন্যান্য অংশীজনদের। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল এবং তথ্যাভিজ্ঞ ও চৌকস বিনিয়োগকারী সমৃদ্ধ একটি পুজিবাজার গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) এর কার্যক্রম শুরু হয়। কালের স্রোতে ইন্সটিটিউট তার ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হচ্ছে। উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে শিখণ প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা সংযোজিত হচ্ছে। বাজার বান্ধব ও বাজার সম্পর্কিত বাস্তব আলোচনা এবং তাত্বিক জ্ঞানের মিশ্রনের মাধ্যমে অংশীজনদের শিখণ মিথস্ক্রিয়ায় নতুনত্ব আসছে।

ইন্সটিটিউটের বর্ধিত কার্যক্রমের সাথে সাথে এর অনুষদ সদস্য সংখ্যা বাড়লে এর কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে এবং ইন্সটিটিউট সহজেই তার লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে। ইন্সটিটিউটের সূচনালগ্ন থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের চলমান সহায়তা, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রাজ্ঞ দিকনির্দেশনা, এবং পরিচালকমন্ডলীর সুচিন্তিত নির্দেশনায় ইন্সটিটিউটের পথ চলা আরও মসৃণ এবং সমৃদ্ধ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের ব্যাপকতা প্রসারের সাথে সাথে ইন্সটিটিউটের কার্যপরিধির ব্যাপ্তি এবং সেবার মানও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হবে।

ইন্সটিটিউটকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী, এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে আমি ইন্সটিটিউটের সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ, সকল কর্মচারী এবং অংশীজনদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিআইসিএম-কে তার ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানোর নিরলস প্রচেষ্টার জন্য।

অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

অধ্যায়ঃ দুই

ইন্সটিটিউট এর পরিচিতি

ইন্সটিটিউটের পরিচিতি ও কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী, পুঁজিবাজারে পেশা গড়তে আগ্রহী শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান প্রসারের জন্য সরকারী অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে এ ইন্সটিটিউট। বিআইসিএম ২৪ জুলাই ২০০৮ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ০৯ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত কর্তৃক ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

লক্ষ্যঃ

বাংলাদেশে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব পূরণ।

চলমান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

- ❖ পুঁজিবাজারের উপর গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগকারী এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনামূল্যে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শীর্ষক শিক্ষা কর্মসূচি (ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রাম);
- ❖ বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন প্রায়োগিক বিষয়সমূহের উপর স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স;
- ❖ পুঁজিবাজারের বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ পেশাজীবীদের জন্য নয় মাস মেয়াদী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট প্রোগ্রাম;
- ❖ দক্ষ ফাইন্যান্সিয়াল মডেলার তৈরির লক্ষ্যে এক বছর মেয়াদী সার্টিফাইড ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন এক্সপার্ট (এফএমভিই) প্রোগ্রাম;
- ❖ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত পুঁজিবাজারের উপর বিশেষায়িত একমাত্র মাস্টার্স ডিগ্রী "মাস্টার অব অ্যাপলাইড ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম)";
- ❖ পুঁজিবাজার ও আর্থিক বাজারের সমসাময়িক বিষয়াবলীর উপর ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন;
- ❖ পুঁজিবাজার ও আর্থিক বাজার এর সম্পৃক্ত বিষয়সমূহের উপর চাহিদা সাপেক্ষে কাস্টমাইজড প্রোগ্রাম ডিজাইন ও পরিচালনা।

পরিচালনা পর্ষদঃ

বিআইসিএম এর পরিচালনা পর্ষদে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগ, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজ, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ - এর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্সটিটিউটকে একটি অনন্য সাধারণ বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করতে পরিচালনা পর্ষদ গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছে।

চেয়ারম্যান

অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

পরিচালকবৃন্দ

	ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ পরিচালক-বিআইসিএম ও কমিশনার, বাংলাদেশ সিকিউরটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
	জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী পরিচালক-বিআইসিএম ও অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
	জনাব মোঃ শাহ আলম পরিচালক-বিআইসিএম ও যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
	অধ্যাপক ড. মোহাম্মাদ আব্দুল মঈন পরিচালক-বিআইসিএম ও ডিন, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
	অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী পরিচালক-বিআইসিএম ও চেয়ারম্যান, ফিন্যান্স বিভাগ, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

	জনাব এম. আনিস উদ দৌলা পরিচালক-বিআইসিএম ও প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজ
	অধ্যাপক ড. হাফিজ মোঃ হাসান বাবু পরিচালক-বিআইসিএম ও চেয়ারম্যান, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
	জনাব আসিফ ইব্রাহীম পরিচালক-বিআইসিএম ও চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
	জনাব মো. মনিরুজ্জামান, এফসিএ পরিচালক-বিআইসিএম ও প্রেসিডেন্ট, দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ
	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান খান, এফসিএমএ পরিচালক-বিআইসিএম ও প্রেসিডেন্ট, দি ইন্সটিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউনট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ

	জনাব মোহাম্মাদ আসাদ উল্লাহ, এফসিএস পরিচালক-বিআইসিএম ও প্রেসিডেন্ট, দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ্ অব বাংলাদেশ
	জনাব মোঃ আবুল হোসেন পরিচালক-বিআইসিএম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
	জনাব মোঃ আব্দুল মোতালেব পরিচালক-বিআইসিএম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড
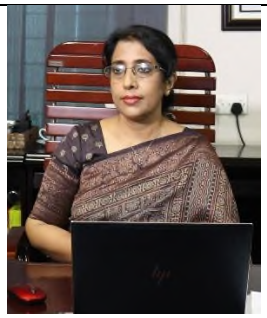	**ড. মাহমুদা আক্তার** এক্স-অফিসিও পরিচালক ও নির্বাহী প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (অধ্যাপক, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

	জনাব এ এস এম সায়েম, এফসিএস কোম্পানি সচিব বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

অধ্যায়ঃ তিন

তথ্যচিত্রে ২০২২-২৩

পরিচালনা পর্ষদ সভাঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিআইসিএম পরিচালনা পর্ষদের মোট ০৫ (পাঁচ) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্ষদের সম্মানিত সদস্যগণ সভায় উপস্থিত থেকে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে দিকনির্দেশনামূলক সিদ্ধান্ত প্রদান করে ইন্সটিটিউটের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

মাস্টার্স প্রোগ্রামঃ

আগামীর পুঁজিবাজারকে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারবে, এমন দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট পরিচালনা করছে দেশের একমাত্র বিশেষায়িত স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এবং ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডীনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় ২-বছর মেয়াদী এই প্রোগ্রামটি।

পিজিডিসিএম প্রোগ্রামঃ

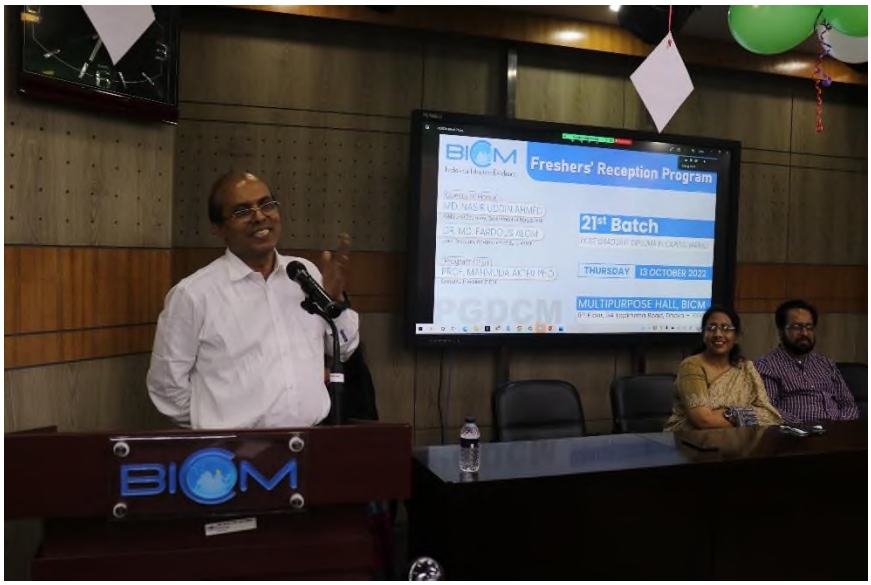

পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুঁজিবাজারের উপর ২৪ ক্রেডিট বিশিষ্ট নয় মাস মেয়াদী প্রোগ্রাম 'পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম)' পরিচালনা করছে বিআইসিএম। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ প্রোগ্রামের অধীনে সান্ধ্যকালীন ২১ তম, ২২তম এবং ২৩তম ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান ছিল।

সার্টিফিকেট কোর্সঃ

পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী, পেশাজীবী এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা উন্নয়নে ইন্সটিটিউট নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করে আসছে। গত অর্থবছরে ইন্সটিটিউট ২৩টি সার্টিফিকেট কোর্সের মাধ্যমে ১,১৩৭ জনকে প্রশিক্ষিত করেছে।

ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রামঃ

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট কর্তৃক ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এ প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রামঃ

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট কর্তৃক ইনভেস্টরস' এডুকেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এ প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়ে থাকে।

নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণঃ

পুঁজিবাজারে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে ইন্সটিটিউট নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

সংবাদ সম্মেলনঃ

ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফাইন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম)-এর কোর্স ফি'তে বিশেষ ছাড় উপলক্ষ্যে ১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। ইন্সটিটিউটের নির্বাহী প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন। এসময় বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

ইন্সটিটিউটে আয়োজিত অন্যান্য কর্মসূচিসমূহঃ

বার্ষিক সাধারণ সভাঃ

২৯ ডিসেম্বর ২০২২ ইন্সটিটিউটের ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিআইসিএম পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন। ইন্সটিটিউটের পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সম্মানিত সদস্যগণ সভায় অংশ গ্রহণ করেন।

জাতীয় শোক দিবস, ২০২২ পালনঃ

যথাযোগ্য মর্যাদায় ইন্সটিটিউট কর্তৃক জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন করা হয়। এর অংশ হিসেবে ইন্সটিটিউট কর্তৃক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় এবং দুস্থ মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস, ২০২২ পালনঃ

১৫ আগস্ট ২০২২ জাতীয় শোক দিবসে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর-এ অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ইন্সটিটিউট এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এসময় কর্মচারীদের মাঝে শোকের আবহ তৈরি হয়।

শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস ২০২২ পালনঃ

১৪ ডিসেম্বর ২০২২ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে ইন্সটিটিউটের মাল্টিপারপাস হলরুমে আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদযাপনঃ

১৬ ডিসেম্বর ২০২২ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ইন্সটিটিউট এর পক্ষ হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। ইন্সটিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব নাজমুছ সালেহীন এর নেতৃত্বে ইন্সটিটিউটের অন্যান্য কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উদযাপনঃ

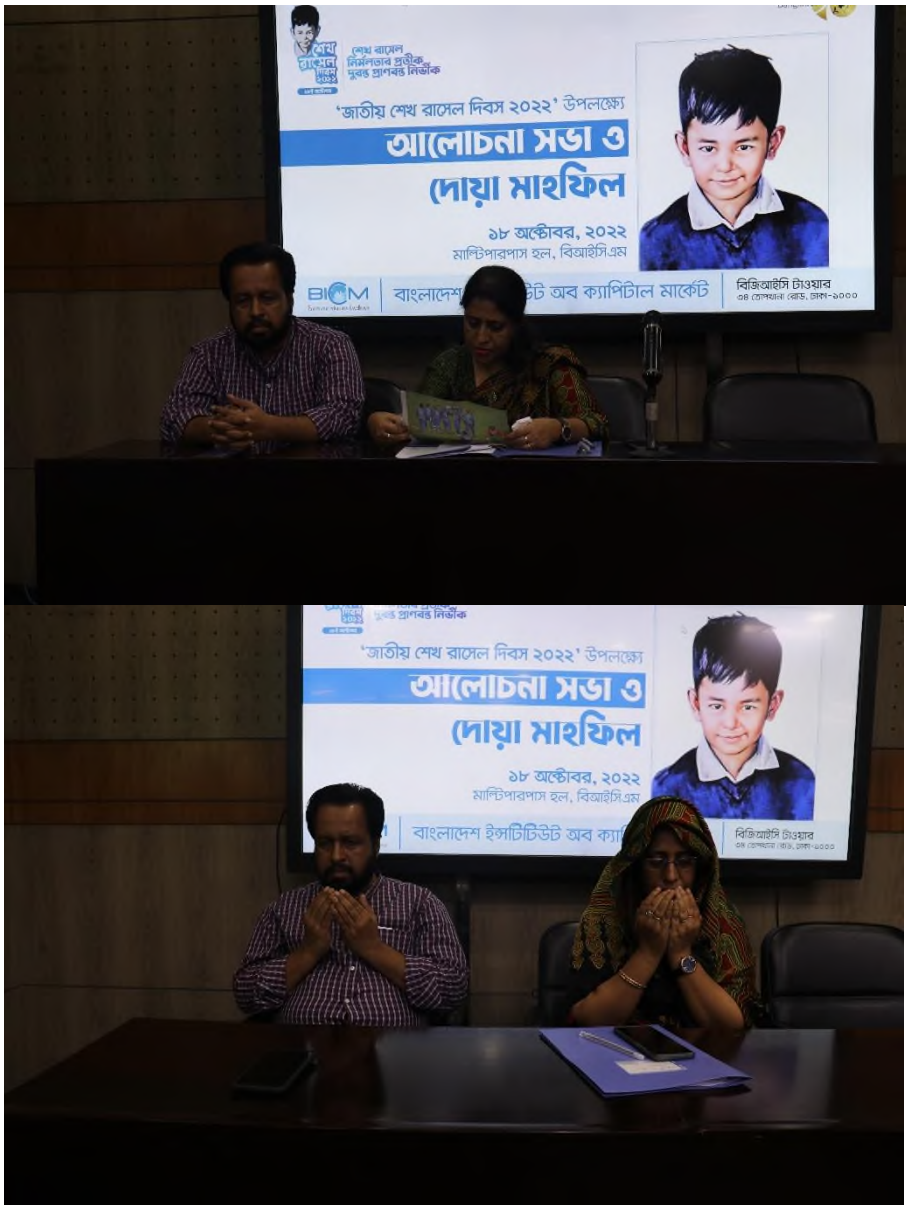

১৮ অক্টোবর ২০২২ শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে ইন্সটিটিউটে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ পালনঃ

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ইন্সটিটিউট এর পক্ষ হতে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব নাজমুছ সালেহীন এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

জাতির পিতার জন্মদিন পালনঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্ম বর্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর-এ অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর নেতৃত্বে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ইন্সটিটিউট এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২৩ উদযাপনঃ

২৬ মার্চ ২০২৩ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ইন্সটিটিউটের পক্ষ হতে অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার, নির্বাহী প্রেসিডেন্ট এর নেতৃত্বে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় জনাব নাজমুছ সালেহীন, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) সহ ইন্সটিটিউটের অন্যান্য কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে ইন্সটিটিউট কর্তৃক স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসাম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে ইন্সটিটিউট কর্তৃক স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসাম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনঃ

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনের অংশ হিসেবে বিআইসিএম এর কর্মচারিগণ ২৫ মে ২০২৩ তারিখে জাতীয় ডাটা সেন্টার, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক, মির্জাপুর, গাজীপুর পরিদর্শন করে।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে ইন্সটিটিউট কর্তৃক স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসাম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদেরকে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে ইন্সটিটিউট কর্তৃক স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসাম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে ইন্সটিটিউট কর্তৃক স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসাম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

রিসার্চ সেমিনার আয়োজনঃ

ইন্সটিটিউটের অনুষদ সদস্যদের শিক্ষা-গবেষণায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর রিসার্চ সেমিনার সিরিজ আয়োজন করা হয়।

রিসার্চ সেমিনার আয়োজনঃ

ইন্সটিটিউটের অনুষদ সদস্যদের শিক্ষা-গবেষণায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর রিসার্চ সেমিনার সিরিজ আয়োজন করা হয়।

নির্বাহী প্রেসিডেন্ট এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎঃ

পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের মাঝে ইন্সটিটিউটের পরিচিতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউজের প্রতিনিধিদের সাথে নির্বাহী প্রেসিডেন্ট ড. মাহমুদা আক্তার সৌজন্য সাক্ষাৎ করেনঃ

বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন (বিএমবিএ) ও ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্টস' ফোরাম (সিএমজেএফ)

অ্যাসোসিয়েশন অব চার্টার্ড সার্টিফাইড অ্যাকাউন্ট্যান্টস (এসিসিএ)

সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে নির্বাহী প্রেসিডেন্ট এর সৌজন্য সাক্ষাৎঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব অমল কৃষ্ণ মন্ডল এর সাথে ইন্সটিটিউটের নির্বাহী প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ডঃ নাহিদ হোসেন ও তৎকালীন উপসচিব মোঃ গোলাম মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন।

বিনিয়োগ শিক্ষা মেলায় অংশগ্রহণঃ

দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) গত ৩০ জুলাই ২০২৩ তারিখে ময়মনসিংহে বিনিয়োগ শিক্ষা কনফারেন্স ও মেলার আয়োজন করে। ইন্সটিটিউটের পক্ষ হতে উক্ত বিনিয়োগ শিক্ষা কনফারেন্স ও মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শীর্ষক কর্মশালা আয়োজনঃ

০২ মার্চ ২০২৩ তারিখ ইন্সটিটিউট কর্তৃক গাজীপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 'পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মশিউর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্সটিটিউটের নির্বাহী প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার। অনুষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, অনুষদ সদস্য ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজনঃ

ইন্সটিটিউট নিয়মিত প্রোগ্রাম আয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। পুঁজিবাজারের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তৈরি, বিনিয়োগের প্রাথমিক ধারণা প্রদান, এবং বিনিয়োগে আগ্রহী করে তোলাই এসব প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য।

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজনঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে ইন্সটিটিউট ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, আহসানউল্লা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, নটর ডেম ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ শিক্ষার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

সরকারি ট্রেজারি সিকিউরিটিজ লেনদেন এর উপর ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজনঃ

২০ জুলাই ২০২২ ইন্সটিটিউটে সেকেন্ডারি মার্কেটে সরকারি ট্রেজারি সিকিউরিটিজের লেনদেনের উপর ওরিয়েনটেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

ক্যাপিটাল মার্কেট কেইস ডেভেলপমেন্ট কম্পিটিশন এর জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালাঃ

বিআইসিএম কেইস ডেভেলপমেন্ট কম্পিটিশন এর জন্য জমাকৃত কেইসের মান উন্নয়নে 'কেইস কন্ট্রিবিউটরদের' জন্য একটি দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরঃ

গত অর্থবছরে বিআইসিএম ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, আহসানউল্লা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এসকল সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিনিয়োগ শিক্ষার ওপর বুনিয়াদী কর্মশালায় খুব সহজেই অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং বিআইসিএম কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সার্টিফিকেট কোর্সে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় পাবেন। এছাড়াও ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের জন্য বিনিয়োগবান্ধব পাঠ্যক্রম তৈরিতে সাহায্য এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়ে সহযোগিতা করবে বিআইসিএম।

অংশীজন সভাঃ

১১ আগস্ট ২০২২ ইন্সটিটিউটের সেবাগ্রহীতাদের সমন্বয়ে অংশীজন সভার আয়োজন করা হয়।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অবহিতকরণ সভাঃ

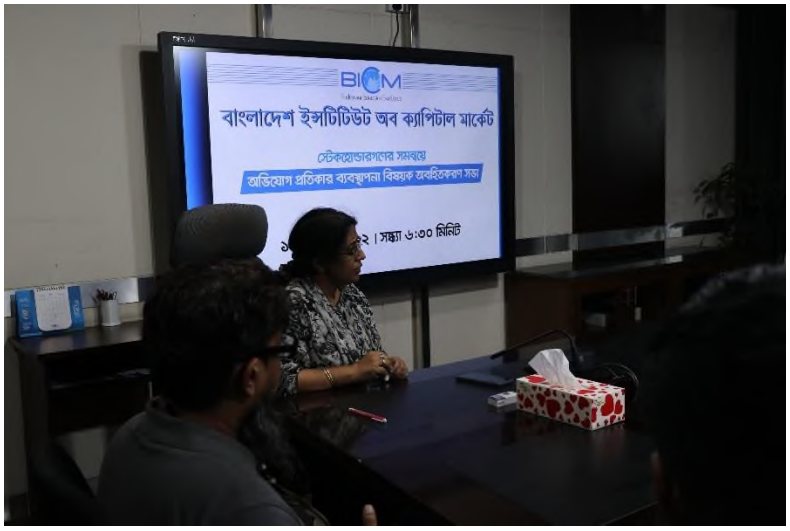

১১ আগস্ট ২০২২ তারিখে স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার, নির্বাহী প্রেসিডেন্ট, বিআইসিএম সভায় সভাপতিত্ব করেন।

অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন

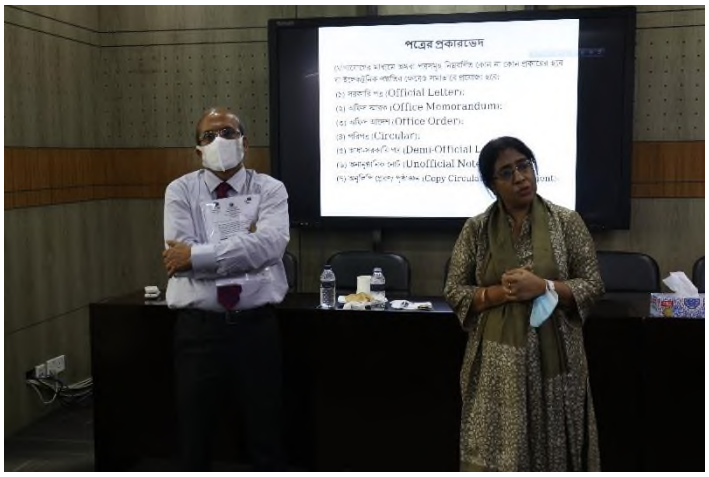

ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের পেশাগত দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ‘অফিস ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২২ প্রদানঃ

ইন্সটিটিউটের শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২২ এর জন্য মনোনীত জনাব উদয় শুভ রহমান, ডেপুটি হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, জনাব মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল ওয়ারিশ, সহকারী পরিচালক ও জনাব বিভূ চাকমা, অফিস সহায়ক-কে ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ উদযাপনঃ

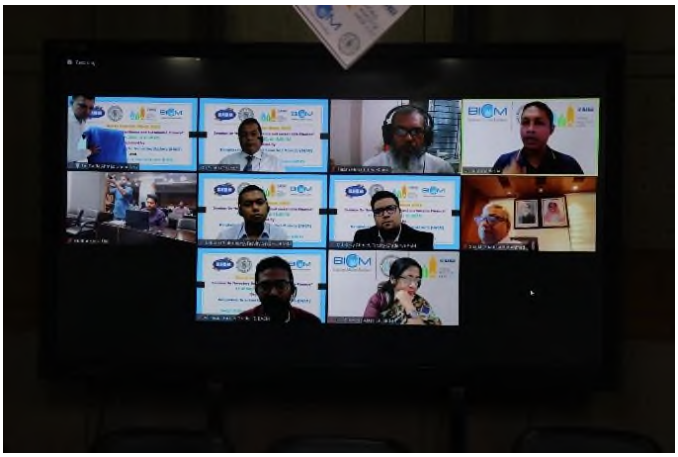

ইন্সটিটিউট কর্তৃক বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০২২ উপলক্ষ্যে সেমিনার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএসইসি এর কমিশনার ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজনঃ

২০ জুন ২০২৩ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালাঃ দেশের শিল্পোন্নয়নে পুঁজিবাজারের ভূমিকা আয়োজন করা হয়।

বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনঃ

২১ জানুয়ারি ২০২৩ বিআইসিএম এর বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিআইসিএম এর কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যায়ঃ চার

নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনঃ ২০২২-২৩